NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবপত্রিকা | সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য | মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি চাবিকাঠি | বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি প্রকৃতি পর্যটন | বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি | শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ | শনি অর্বেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মর স্কুল-কলেজ বন্ধ, নজর মোদীর

বড়সড় পরীক্ষার মুখে রোহিত-রাহুল! এখনও ছাড় বিরাটের ৭

কলকাতা ২৮ অগস্ট ২০২৫ ১১ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.08.2025, Vol.19, Issue No. 79, 8 Pages, Price 3.00

ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত অধরাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ঘটনার পর বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেলেও, অধরা ছাত্রী খুনের অভিযুক্ত দেশরাজ সিং। উত্তরপ্রদেশে নিজের বাড়িতে ফিরবে বলে বাবাকে টিকিট পাঠাতে বলেছিল, সেই মতো গত ২২ অগস্ট বাবা টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেকে উত্তরপ্রদেশে যাওয়ার জন্য। উত্তরপ্রদেশে যাওয়ার কথা ছিল ২৪ তারিখ, কিন্তু না-গিয়ে ২৫ তারিখ কৃষ্ণনগরে এসে এমন কাণ্ড ঘটায়। সম্ভবত আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিল দেশরাজ যে ঈশিতাকে খুন করে সে উত্তরপ্রদেশেই পালিয়ে যাবে। ঘটনার দিন খুন করেই সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে উত্তরপ্রদেশ। যাওয়ার আগে শেষ ফোন তার বাবাকেই করেছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। একই সঙ্গে যাওয়ার সময় বাবার সঙ্গে কথা হওয়ার পরেই পশ্চিম বর্ধমানের বরাকর স্টেশনে তার ব্যবহার করা মোবাইল ফোনটি ফেলে দেয়, যাতে তার গতিবিধি পুলিশ খুঁজে না-পায়। ঘটনার দিন রাতেই পুলিশের একটি বিশেষ টিম তার খোঁজে উত্তরপ্রদেশে রওনা হয়েছে। এখানেও তার পরিবার-সহ দেশরাজ যেখানে যেখানে যেতে পারে, সেখানে খোঁজখবর চালানো হচ্ছে। দেশরাজের পরিবারের সঙ্গেও পুলিশ যোগাযোগ রেখে চলেছে।

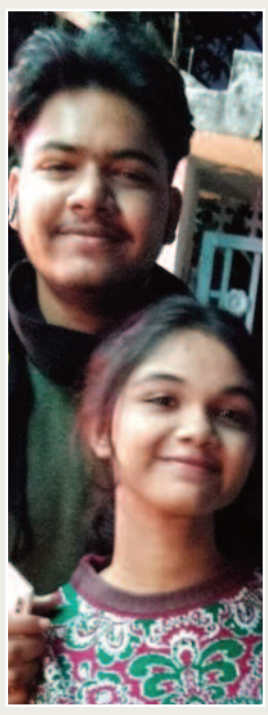

পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত ঠিক ধরা পড়বেই। দেশরাজের মোবাইল ট্র্যাপ করে বরাকর স্টেশনের সন্ধান পায়। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর তার মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করে পুলিশ। দেশরাজ একেবারে প্ল্যানমাফিক তার মোবাইল ফোনটি ফেলে দিয়েছিল, যাতে পুলিশ তার গতিবিধি জানতে না-পারে। খুনের পর দেশরাজ যখন ঈশিতার মা এবং ভাইয়ের কাছে ধরা পড়ে যায় তখনই সে মোবাইল ফেলে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় আর সেই মতো প্রথমে হাওড়া থেকে বরাকর যায়। বরাকর পিছনে জনবহুল জায়গায় মোবাইল ফোনটি সুইচ অফ না-করে ফেলে রেখে যায় যাতে এই ফোনটি অন্য কেউ কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে চলে যায় এবং পুলিশ মোবাইলের সূত্র ধরে সেই লোকের পিছনে ছুটতে পারে। বরাকর থেকে দেশরাজ আসানসোল স্টেশনে যায় সেখান থেকেই উত্তরপ্রদেশে রওনা দিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বরাকর এবং আসানসোল স্টেশনের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দেশরাজের গতিবিধি জানবে বলে প্রাথমিক ভাবে জানতে পারা গিয়েছে।

মহারাষ্ট্র নিবাসের গণেশ পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহারাষ্ট্র নিবাসের গণেশ পূজা এবার ১০১ বছরে পড়ল। মুম্বইয়ের মতোই ১১দিন ধরে গণেশ পুজো হয় মহারাষ্ট্র নিবাসে। ভাদ্রমাসের শুক্লাপক্ষের চতুর্থী তিথিতে বুধবার ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছেন সিদ্ধিদাতা বিনায়ক। জীবনে সুখ শান্তি এবং সাফল্যের জন্য ভক্তরা আশীর্বাদ নেবেন একোদন্ত গণেশের। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্লা পক্ষের চতুর্থী তিথিতে পালিত হয় এই পুণ্য পার্বণ।

ফের শুভেন্দুর নিশানায় মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গণেশ চতুর্থীর উৎসবের আবহেও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নন্দীগ্রামের এক গণেশ পুজোয় উপস্থিত হয়ে তিনি তীব্র আক্রমণ শানান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে।

শুভেন্দুর অভিযোগ, 'শিল্প নেই, চাকরি নেই, শিক্ষা নেই, মা-বোন-কন্যাদের সুরক্ষা নেই, এই রাজ্যে কিছু নেই, সব শেষ হয়ে গেছে।' এরপরই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলেন, 'রাজ্যে ৬৬৮৮টি কারখানা তাঁর ক্ষমতায় থাকাকালীন বন্ধ হয়ে গেছে। হাতে গোনা কয়েকটা চলছে, সেগুলোও যদি বন্ধ করে দেন তবে ল্যাটা মিটে যায়।' শুধু শিল্প নয়, রাজ্যের ভাতা

রাজনীতিকেও নিশানা করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'এরপর তারা ভাতা পাবে। ডিসেম্বর মাসে ভাতা দুশো টাকা বেড়ে বারোশো হবে।'

পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতেও মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'পাঁচ হাজার টাকায় কি হয়? বেসরকারি স্কুলে বাচ্চাকে পড়াতেই পাঁচ হাজার টাকা চলে যায়। এক কুইন্টাল মোটা চালের দাম সাড়ে তিন হাজার টাকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কাণ্ডজ্ঞান আছে?'

শেষে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'সব পরিযায়ী শ্রমিককে রাজ্যে ফেরত নিয়ে এসে চাকরি দিয়ে দেন, বিজেপি স্বাগত জানাবে।'

হিসাব না-দেওয়া পুজো কমিটিকে অনুদানে নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গতবছর রাজ্যের যে সব দুর্গাপুজো কমিটি অনুদানের টাকা খরচের হিসাব এখনও দিতে পারেনি তাদের অনুদান দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল কলকাতা হাইকোর্টের সুজয় পাল ও স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চ। এ ব্যাপারে আদালত বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যারা গত বছর পুজোর পর বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে টাকা খরচের হিসেব দিয়েছে, এই বছরে সেই সব ক্লাবই শুধু অনুদানের টাকা পাবে। 'সরকারি টাকা এভাবে খরচ করা যায় না' বলেও মন্তব্য ডিভিশন বেঞ্চের। একইসঙ্গে এও জানিয়ে দেওয়া হয়, এই বছর অনুদানের টাকা পাওয়ার পরের একমাসের মধ্যে তার হিসেবও দিতে হবে আদালতে। যদিও রাজ্যের দাবি, গত বছরের অনুদান নেওয়া গোটা রাজ্যের ক্লাবগুলির মধ্যে মাত্র ৩টে ক্লাব হিসেব দেয়নি। তারা শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকার।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার আদালত সময় বেঁধে দিয়েছিল রাজ্যকে। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল, 'যারা টাকা নিয়েও হিসেব দিচ্ছে না, তাদের ব্যাপারে ভাবতে হবে। প্রয়োজনে তাদের অনুদান বন্ধ করে দিন।' ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হলফনামা তলব করা হয়েছিল। আর বুধবার সেই মামলাতেই রায় দিল হাইকোর্ট।

বুধবার মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, গত বছর মোট ৪১ ৭৯৫ টি ক্লাবকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে কলকাতা পুলিশ এলাকায় রয়েছে ২৮৭৬ টি পুজো কমিটি। ৪১,৭৯৫টি পুজো কমিটি এই অনুদান গ্রহণ করেছে। ৪১৭৯২টি পুজো কমিটি হিসাব দিয়েছে। অনুদানপ্রাপ্ত ক্লাবগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটি ক্লাব ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি। তবে নতুন যে সব ক্লাব এবার সংযোজিত হয়েছে, তাদেরকে এই হিসেবের তালিকার বাইরে রাখা হবে। গত বছর যে সব ক্লাবগুলিকে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকেই এই হিসেব দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে পালটা মামলাকারীর আইনজীবীর দাবি, এই হিসেব দু'দিন আগে দেওয়া হয়েছে। আদালত এই মামলায় কড়া মনোভাব নেওয়ার পরে আনানো হয়েছে হিসেব। কোনও ভাবেই তা সময়ের মধ্যে আসেনি। যদি আদালতের নির্দেশ মানা হয়, তা হলে এবার অন্তত ১০ হাজার ক্লাবের অনুদান পাওয়ার কথা নয়।

এরপরই বিচারপতি সুজয় পাল জানান, 'আমরা ডেটার মধ্যে ঢুকতে চাইছি না। আমাদের বক্তব্য, যারা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয়নি তাদের টাকা দেবেন না।' এরই প্রেক্ষিতে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ওই সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হয়নি। কলকাতা পুলিশের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা কোনও তথ্য দেয়নি। এদিকে আদালতের নির্দেশ ছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে। গত ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এর আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন নির্দিষ্ট সময়ে আগের বছরের টাকা খরচের ইউটিলাইজ সার্টিফিকেট জমা দিলে তবেই তাদের অনুদান মঞ্জুর করতে হবে। চলতি বছরে বিজয়া দশমীর একমাস পরে সমস্ত ক্লাবকে তাদের টাকা খরচের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। দুর্গাপুজার ছুটির একমাস পর এই মামলার ফের শুনানি হবে।

আদালত এই রায় ঘোষণার পর বিজেপি কাউন্সিলর তথা শহরের অন্যতম পুজো কমিটির উদ্যোক্তা সজল ঘোষ বলেন, 'কোনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উচিত নয়, সরকারি টাকা খেলা-মেলা, দুর্গা পুজো বা নমাজে খরচ করা। ট্যাক্সের টাকায় সরকারের উচিত মানুষের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।'

স্টেশনে বিপর্যয়

■ কটক রেলস্টেশনে অল্পের জন্য এড়ানো গেল বড় বিপর্যয়। বুধবার দুপুর ৩টে ৪৫ মিনিটে স্টেশন সংস্কারের কাজ চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে একটি পুরনো দেওয়াল ও প্ল্যাটফর্মের শেড। মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে পড়ে ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক ২০ মিনিট আগেই ছেড়ে গিয়েছিল পুরী-হাওড়া বন্দেভারত এক্সপ্রেস, ফলে যাত্রীদের প্রাণহানির আশঙ্কা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে জানিয়েছে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পুরনো দেওয়ালের ভাঙন আটকানো যায়নি।

আইএসআই টার্গেটে আরএসএসের দপ্তর!

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: ফের বড়সড় নাশকতার আঁচ মিলল গোয়েন্দা সূত্রে। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবার সরাসরি নিশানা করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তরকে। নাগপুরের আরএসএস অফিসকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য হামলার সতর্কতা জারি হয়েছে। শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও হরিয়ানার সংঘ দপ্তরগুলিও আইএসআইয়ের টার্গেটে রয়েছে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা।

গোয়েন্দা রিপোর্টে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আরএসএস সদর দপ্তরের পাশাপাশি একাধিক মন্দির, ধর্মীয় স্থান এবং বিশেষত গণেশ চতুর্থীর বিশাল মণ্ডপগুলিকেও নিশানা করছে আইএসআই। আজ থেকেই গণেশ চতুর্থীর সূচনা, আর এই উৎসবের সময় বিপুল জনসমাগমে হামলা চালিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ছড়ানোর ছক কষছে জঙ্গিরা।

সূত্রের দাবি, এই মিশনের জন্য সক্রিয় করা হয়েছে জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা এবং আল কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (AQIS)-এর মতো কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠনকে। গোয়েন্দাদের হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর থেকেই আইএসআই সক্রিয়ভাবে এই সংগঠনগুলিকে আর্থিক মদত দিচ্ছে। মাসুদ আজহারের পরিবারের মাইক্রো-ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে জইশকে কোটি কোটি টাকা জোগানো হচ্ছে। বিদেশ থেকে, বিশেষ করে তুরস্ক ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মাধ্যমেও টাকার জোগান মিলছে। ফলে নতুন করে জঙ্গি প্রশিক্ষণ ও হামলার প্রস্তুতি ত্বরান্বিত হচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্রের সতর্কবার্তার পর মহারাষ্ট্রজুড়ে উচ্চ সতর্কতা জারি হয়েছে। মুম্বইয়ের রাস্তায় মোতায়েন করা হয়েছে ১৭,০০০-এরও বেশি পুলিশকর্মী। ড্রোন, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে সক্রিয় করা হয়েছে। মন্দির, পাবলিক প্লেস এবং গণেশ মণ্ডপগুলিতে চলছে পুনঃতল্লাশি।

গোয়েন্দাদের দাবি, উৎসবের ভিড়কে ঢাল করে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি। উদ্দেশ্য একটাই, জনমনে আতঙ্ক ছড়ানো এবং ভারতের অভ্যন্তরে অস্থিরতা তৈরি করা। সেই কারণেই আরএসএস সদর দপ্তরের পাশাপাশি বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মণ্ডপগুলিকে নিশানা করছে আইএসআই।

ভারতে দাবা বিশ্বকাপ আয়োজনে খুশি মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: ২৩ বছর পর ভারতে বসতে চলেছে দাবা বিশ্বকাপের আসর। গোয়ায় ৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। আর এরজন্য বেজায় খুশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বকাপ আয়োজনের খবর সামনে আসায় সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে স্বাগত জানিয়েছেন।

২০০২ সালের পর আবারও দাবা বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চলেছে ভারত। সেবার হায়দরাবাদে শিরোপা জিতেছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ। সোমবার FIDE একটি বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছে, গোয়াকে আসন্ন দাবা বিশ্বকাপের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। আসন্ন বিশ্বকাপে ২০৬ জন নামজাদা দাবাড়ু নকআউট ফরম্যাটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এক্স হ্যান্ডেলে মোদী লেখেন, '২০ বছর পর ভারতে চজ্জঙ্গক্ক বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে। তাতে

খুবই আনন্দিত। আমাদের তরুণদের মধ্যে দাবার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে এই খেলার জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে। আমি নিশ্চিত এই টুর্নামেন্ট একাধিক রোমাঞ্চকর ম্যাচের সাক্ষী থাকবে। বিশ্বের সেরা প্লেয়ারদের মধ্যে উপভোগ্য লড়াইও দেখা যাবে।' উল্লেখ্য, দাবা বিশ্বকাপে পুরস্কারমূল্য ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার।

২০২১ সাল থেকে শুরু হওয়া এই ফরম্যাটে একটি 'সিঙ্গল এলিমিনেশন স্ট্রাকচার' রয়েছে। এখানে প্রতিটি রাউন্ড তিন দিন ধরে চলে। প্রত্যেক রাউন্ডই হবে নকআউট। থাকবে দু'টো ক্লাসিক্যাল গেম। সেই গেম টাই হলে প্লে-অফে থাকবে র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ। বিশ্বকাপেও এই নিয়ম বহাল থাকবে। শীর্ষ ৫০ জন প্রথম রাউন্ডে বাই পাবে বলে জানা গিয়েছে। ৫১ থেকে ২০৬ জন দাবাড়ুকে প্রথম রাউন্ডে খেলতে হবে। বিশ্বকাপ জয়ী তিন দাবাড়ু সরাসরি সুযোগ পাবেন ২০২৬ সালের ক্যান্ডিডেটস প্রতিযোগিতায়।

ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন ডি গুকেশ, ২০২৩ বিশ্বকাপের রানারআপ রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ এবং বিশ্বের পাঁচ নম্বর অর্জুন এরিগাইসি। বিশ্বের এক নম্বর তারকা ম্যাগনাস কার্লসেনও এই বছরের শুরুতে বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

কোয়েল একটি সাফল্যের নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সাঁকরাইলের ধুলোগড়ের সরু গলি দিয়ে হাঁটলে আজ যেন অন্য এক আবহাওয়া। প্রতিটি বাড়ির উঠোনে, প্রতিটি মুখে শুধু একটাই নাম, কোয়েল বর। বয়স মাত্র ১৭, অথচ কাঁধে যেন এক গ্রামের গর্ব, এক জেলার প্রত্যাশা। আমদাবাদের কমনওয়েলথ ভারত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে ইউথ এবং জুনিয়র, দুই বিভাগেই সোনা জিতে ফিরছে ধুলোগড়ের মেয়ে। আগের রেকর্ড ১৮৮ কেজি ছাড়িয়ে কোয়েলের হাতে উঠেছে ১৯২ কেজি, স্ন্যাচে ৮৫, ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১০৭। যেন বুক ভরে ওঠে ধুলোগড়বাসীর, 'আমাদের কোয়েল সোনার কোয়েল।'

যে মুহূর্তে পর্দায় ভেসে উঠল কোয়েলের বিজয়ের ছবি, সেই মুহূর্তে ধুলোগড়ের ব্যানার্জি পাড়া যেন উৎসবে ভরে গেল। টিভি, মোবাইলের সামনে ভিড় জমালেন আত্মীয়,পড়শিরা। কেউ বাজালেন ঢাক, কেউ ছড়ালেন মিষ্টির প্যাকেট। স্কুলের বান্ধবীরা বলে উঠল, 'ও

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোয় অন্যরকম। দৌড়ঝাঁপে ভরা মেয়ে ছিল। আজ দেশজোড়া সম্মান পেল।'

মা শ্রাবন্তী বর যেন এখনও বিশ্বাসই করতে পারছেন না। চোখে জল নিয়ে বললেন, 'মেয়ে পটলের তরকারি আর ইলিশ মাছ খুব পছন্দ করে। ক্যাম্পে এসব পায় না। বাড়ি ফিরলেই ওর জন্য রান্না করব। শুধু চাই, যেন আরও এগিয়ে যাক।' বাবা মিঠুন বর, যিনি একসময় নিজেও ওজনতোলার দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন, আবেগে জানালেন, 'আমি সে ভাবে সাফল্য পাইনি। তাই ছেলে-মেয়েকে খেলায় আনলাম। আজ মেয়েকে দেখে বুক ভরে গেছে। আশা করি আন্তর্জাতিক মঞ্চেও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

২০১৮ সাল। পাঁচলার দেউলপুর মাঠে কোচ অষ্টম দাসের তত্ত্বাবধানে প্রথম ভারত্তোলন হাতে নেয় কোয়েল। সেখান থেকেই শুরু সোনার পথচলা। জেলা প্রতিযোগিতা হোক বা রাজ্য কিংবা জাতীয়, একটার পর একটা সোনা জিতেছে সে। ২০২৩ সালে পাতিয়ালার জাতীয় ক্যাম্পে নির্বাচিত হওয়ার পর সেখানেই থেকে যাচ্ছে পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ চালিয়ে। দশম শ্রেণির ছাত্রী কোয়েল এখন ক্যাম্পের জিম আর ক্লাসরুমের মাঝেই ভবিষ্যতের স্বপ্ন গড়ছে।

কোচ অষ্টম দাস গর্ব ভরা কণ্ঠে বলেন, 'খুব পরিশ্রমী মেয়ে। অল্প বয়সেই এমন ফোকাস খুব কম দেখা যায়। বড় মঞ্চে ওর নাম আরও আলো ছড়াবে।' প্রতিবেশীদের মুখে মুখে ঘোরে কোয়েলের শৈশবের গল্প। গলির মাঠে ছোটবেলা থেকে দৌড়ঝাঁপ, বন্ধুদের সঙ্গে খেলার সময় প্রতিবার লড়াইয়ে জেতার জেদ, সব যেন আজকের সাফল্যের ভিত গড়ে দিয়েছে। এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী বললেন, 'ওকে ছোটবেলায় দেখতাম টিফিন কাঁধে নিয়ে স্কুল ছুটির পরও মাঠে খেলে যেত। আজ দেশের নাম উজ্জ্বল করছে।'

এখন ধুলোগড়ে শুধু একটাই প্রশ্ন, কবে ফিরবে সোনার মেয়ে? বাড়ির উঠোনে বসে বাবা-মা দিন গুনছেন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখছে কোয়েলকে সামনাসামনি দেখার। মা ইতিমধ্যেই রান্নাঘরে ভেবেছেন মেনু, পটল-ইলিশের তরকারি। বাবা ভেবেছেন মেয়েকে নিয়ে গ্রামে ছোট্ট এক সংবর্ধনা দেবেন।

সোনার কোয়েল এখন শুধু এক কিশোরীর নাম নয়, এক আশার প্রতীক। ধুলোগড়ের উঠোন থেকে দেশের মানচিত্রে আলো ছড়ানো এই সাফল্য হয়তো আগামী দিনের আরও বহু স্বপ্ন নিয়ে বাঁচা কন্যাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৪৯ নং এফিডেভিট বলে Soumya Sundar Chatterjee S/o. Samir Chatterjee ও Soumya Chatterjee S/o. S. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৪৬ নং এফিডেভিট বলে Nipur Adhikari S/o. Dhirendra Nath Adhikari ও Nipur Adhikary S/o. D Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে Indrani Koley W/o. Angsuman Koley (after marriage) ও Indrani Das D/o. Asim Kumar Das (before marriage) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৮/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৪৪৮ নং এফিডেভিট বলে Intaj Nikari S/o. Ansar Nikari ও Intaj Sk S/o. A Sk সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, মেরিনা বিবি, বয়স প্রায় ৩৫ বছর, মাফিকুল ইসলামের স্ত্রী, গ্রাম- ইশাবপুর সাততলা, মোক্তারপুর থানা ইসলামপুর জেলা মুর্শিদাবাদ পশ্চিম বঙ্গ, এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করছি এবং নিম্নরূপ ঘোষণা করছি-

১. মোসাঃ সামিমা আক্তার আমার মেয়ের আসল নাম যা তার স্কুল সার্টিফিকেট ছাত্রীর পরিচয়পত্র ০২৫৬০৬১৯০০০৮১০ ক্রমিক নম্বর এবং ভর্তি নিবন্ধন ২৮/২০২২ তারিখ ০২/০১/২০২০ এবং তার জন্ম সনদপত্রে রেজিস্ট্রেশন নং ১৪০৫ তারিখ ২১/০৭/২০১৯ অনুসারে লিপিবদ্ধ আছে।

২. আমার মেয়ের নাম ভুলভাবে তার আধার কার্ড নং ২৫৬০ ৪৯৪৪ ৭৩১৪-এ সামিমা আক্তার হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তার নাম জন্ম সনদের আবেদনপত্রে সালেহার যাতুন হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩. আমার মেয়ে সামিমা আক্তার এবং সালেহার খাতুন একই ব্যক্তি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮ শে আগষ্ট, বৃহস্পতি বার। ১১ ই ভাদ্র। পঞ্চমী তিথি, চিত্রা নক্ষত্র। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে কোন দোষ নেই।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(নির্ণয়সিন্ধুমতে ঋষিপঞ্চমী।)

নাম-পদবী

গত ২৬/০৮/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৫৮৪ নং এফিডেভিট বলে Nemai Tanti S/o. Ramji Tanti ও Nemai Kr. Tanti S/o. R. Tanti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Sekh Abul Khayer পিতা- Sekh Abul Kasem স্ত্রী-Manjura Bibi Sekh আমার ছেলের নাম- Sekh Aptab Hossen. গ্রাম- সাদিনগর, পোস্ট-পাটনীল, থানা- কীর্ণাহার, জেলা-বীরভূম। ভুলবশত আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে আমার স্ত্রীর নাম Manjura Bibi হওয়ায়, গত-২৬-০৮-২০২৫ তারিখে, বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 2nd কোর্ট 1st ক্লাস হইতে এফিডেভিট বলে আমার স্ত্রী Manjura Bibi Sekh ও Manjura Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো।

নাম-পদবী

আমি Mosammat Pravin Begam স্বামী-Md Sariful Alam. আমার মেয়ের নাম-Sania Sultana. গ্রাম-মহেশপুর, পোস্ট- শ্রীগ্রাম, থানা-কেতুগ্রাম, জেলা -পূর্ব বর্ধমান। ভুলবশত আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে আমার নাম Parvin Begam হওয়ায়, গত- ২৬-০৮-২০২৫ তারিখে, বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে আমি Mosammat Pravin Begam ও Parvin Begam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

AFFIDAVIT

গত ২৫/০৮/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৭৭৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Saha S/o. Kalidas Saha R/o. Sribas Nagar 1st Lane, Chinsurah, Hooghly- 712103, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্ট-এ আমার স্ত্রীর সঠিক নাম Priyanka Ghosh Saha, এর পরিবর্তে Priyanka Saha লিপিবদ্ধ আছে। তাহার পিতা Sanjay Kumar Ghosh ও মাতা Bithika Ghosh. Priyanka Ghosh Saha ও Priyanka Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

CHANGE OF NAME

I, Rishav Surana (Old Name), S/o Late Rajesh Surana residing at Urban Sabujayan, 113/B4, 4th Floor, Jagatipota, Police Station-Narendrapur, District: South 24 Parganas, Kolkata-700099, West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as **Rishhav Surana (New Name)** as declared before the First Class Judicial Magistrate at Bankshall Court, Kolkata vide Affidavit No. 1202 dated 26.08.2025 **"Rishav Surana"** and **"Rishhav Surana"** both are same and identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল জর্জ গমেশ, পিতা মৃত যোসেফ গমেশ, সাং নগেন্দ্রনগর ৪র্থ লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১, বরাবর মাতা জুলিয়ান রোজ গমেশ, স্বামী মৃত যোসেফ গমেশ, সাং নগেন্দ্রনগর ৪র্থ লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১, নিম্ন লিখিত তিনটি ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার বলে ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস.২৬১/২৩৩১৫নং ও এল.আর.৫৫০ নং দাগে ৭.৯৭ শতক এবং আর.এস.২৬৫/২৩৩৩৭ নং ও এল.আর. ৫৫১ নং দাগে ১২.২৮ শতক জমি, একুনে ২০.২৫ শতক জমি গত ইংরাজী ২৮.১১.২০১১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২৩৯৯ নং দানপত্র দলিল বলে দান করেন।

১] আমমোক্তার দাতা - ফ্রান্সিস গমেশ, পিতা মৃত যোসেফ গমেশ, সাং নগেন্দ্রনগর ৪র্থ লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১, আমমোক্তার নং ৪নং বহির ১০৪নং তাং ১৭.০৬.১৯৯৬, অফিস - কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিস।

২] আমমোক্তার দাতা - টেরেন্স গমেশ, রনেল গমেশ, বেনেডিক গমেশ, জর্জ গমেশ, সকলের পিতা মৃত যোসেফ গোমেশ, সর্ব সাং ঐ, আমমোক্তার নং ৪নং বহির ৪৯নং তাং ০৫.০৩.১৯৮৫, অফিস - একই।

৩] আমমোক্তার দাতা - লুকজন গমেশ, পিতা মৃত যোসেফ গমেশ, সাং ঐ, আমমোক্তার নং ৪নং বহির ৯৫নং, তাং ১৬.০৮.১৯৯৬, অফিস - একই।

উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে ৯৩৩৩২২০৮৮২ নাম্বারে যোগাযোগ করিবেন।

Apurba Biswas, Advocate
Krishnagar Judges' Court
Enrollment No.- WB/524/1999

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল লুকজন গমেশ ওরফে জন গমেশ পিতা মৃত যোসেফ গমেশ, সাং নগেন্দ্রনগর ৪র্থ লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১, বরাবর মাতা জুলিয়ান রোজ গমেশ, স্বামী মৃত যোসেফ গমেশ, সাং নগেন্দ্রনগর ৪র্থ লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১, নিম্ন লিখিত দুইটি ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার বলে ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর.এস.২৬১/২৩৩১৫নং ও এল.আর.৫৫০ নং দাগে ৯.৮৩ শতক এবং আর.এস. ২৬৫/২৩৩৩৭নং ও এল.আর. ৫৫১ নং দাগে ৯.৬২ শতক জমি, একুনে ১৯.৪৫ শতক জমি গত ইংরাজী ০৪.০৮.২০০৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৭৭৩ নং দানপত্র দলিল বলে দান করেন।

১] আমমোক্তার দাতা - ফ্রান্সিস গমে, পিতা মৃত যোসেফ গমেশ, সাং নগেন্দ্রনগর ৪র্থ লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১০১, আমমোক্তার নং ৪নং বহির ১০৪নং তাং ১৭.০৬.১৯৯৬, অফিস - কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিস।

২] আমমোক্তার দাতা – টেরেন্স গমেশ, রনেল গমেশ, বেনেডিক গমেশ, জর্জ গমেশ, সকলের পিতা মৃত যোসেফ গোমেশ, সর্ব সাং ঐ, আমমোক্তার নং ৪নং বহির ৪৯নং তাং ০৫.০৩.১৯৮৫, অফিস - একই। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে ৯৩৩৩২২০৮৮২ নাম্বারে যোগাযোগ করিবেন।

Apurba Biswas, Advocate
Krishnagar Judges' Court
Enrollment No.- WB/524/1999

নাম-পদবী

আমি রাকিবুল মোল্লা ৬/৮/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে রাকিবুল মোল্লা ও রাকিবুল সেখ আমার পিতা Haider Molla ও Hayder Ali Shaikh ও আমার মাতা Manihar Molla ও Manihar Bibi সকলে একই ব্যক্তি। গ্রাম চারাতলা P.S.- চাপড়া নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি লিয়াকত হোসেন ৫/৮/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Jamat Ali Sk ও Md. Jamat Ali Sk, Jamat Sk সকলে একই ব্যক্তি হইল। হাট গাছা পোষ্ট দেবগ্রাম P.S.- কালীগঞ্জ নদীয়া।

নাম-পদবী

আমি বৈকুন্ট দাস ২৬/৮/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নবদ্বীপ কোর্টে এফিডেভিটে আমার কন্যা Miss Eanakshi Das ও Miss Enakshi উভয়ে একই ব্যক্তি হইল বল্লাল দিঘী শ্রী মায়াপুর নবদ্বীপ নদীয়া।

AFFIDAVIT

I, BIPLOB TALUKDER (New Name), lately called BIPLAB TALUKDAR (Former Name), residing at 159/1, Anand Pally, Jadavpur, Kolkata-700032 employed as ASI of Kolkata Police, Employee No. 8375 do hereby declare vide affidavit no. 1224 dated 27.08.2025 in the Court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta that my name BIPLOB TALUKDER should be recorded in all my relevant documents in place of BIPLAB TALUKDAR. BIPLOB TALUKDER and BIPLAB TALUKDAR is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, PRAKASH CHANDRA MAJEE (New Name), lately called PRAKASH CH. MAJEE (Former Name), residing at 5/1Q, Tarini Charan Ghosh Lane P.O.- Cossipore, P.S. - Chitpore, Kolkata-700002 do hereby declare vide affidavit no. 1225 dated 27.08.2025 in the Court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta that my name PRAKASH CHANDRA MAJEE should be recorded in all my relevant documents in place of PRAKASH CH. MAJEE. PRAKASH CHANDRA MAJEE and PRAKASH CH. MAJEE is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

গত 04/07/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 5708 নং এফিডেভিট বলে আমি Shreya Dutta D/o. Sanjib Dutta, R/o. Sarat Sarani, Narayanpur Colony, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক নাম Shreya Dutta D/o. Sanjib Dutta যাহা আমার বিভিন্ন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। বিবাহের পর আমার Aadhaar কার্ডে ও আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Shreya Ghosh লিপিবদ্ধ আছে। বিগত ১৯/০৫/২০২৩ তারিখে হুগলী, চুঁচুড়ার মহামান্য জেলা জজ আদালতে (৪২৪/২০২২ নং ম্যাট সুট) বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়া আমি Shreya Ghosh নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র **Shreya Dutta D/o. Sanjib Dutta** নামে পরিচিত হইয়াছি। **Shreya Dutta** ও **Shreya Ghosh** D/o. Sanjib Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১. রিপন বিশ্বাস ও ২. দিপন বিশ্বাস, উভয়ের পিতা নিতাই বিশ্বাস, হাল সাং- অনন্তপুর টালিখোলা, পোঃ- ন' পাড়া, থানা- বারাসাত জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা বারাসাত-১ নং B.L.R.O. অফিসে রেকর্ড করার জন্য আবেদন জানাতে পারে ১ নং বিক্রেতার পক্ষে আমমোক্তার সুমন কুমার দাস, পিতা- নবকুমার দাস, সাং- ৫৪ কে বি বসু রোড, পোঃ ও থানা- বারাসাত, এবং ১ নং ও ৩ নং বিক্রেতার পক্ষে আমমোক্তার ইং ২৩/০৯/২০০৯ তাং কলিকাতা এ্যাসুরেন্স-২ এর ADSR কদম্বগাছির ০৪৬২৯ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলীল মূলে ১. দেবাশীষ রায়, পিতা- নরেশ চন্দ্র রায়, ২. নবকুমার দাস, পিতা- মৃত কেশব লাল দাস মহাশয়গনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় ০৫/১০/২০০৫ এর ৪ নং বহির ৫৪৮১ নং আমমোক্তার দলীল বলে, মৌজা - ১৪৬ নং অনন্তপুর, জে.এল.নং. ৩৩ রেঃ সাঃ ১০৭ নং আর.এস. খতিয়ান- ৯৮ নং ও আর.এস.ও এল.আর.দাগ নং ১৭৮, ১৭৯ এর ০১ কাঠা ১৩ ছটাক ১৪ বর্গফুট ও ০২ ছটাক ৩১ বর্গফুট, কমবেশি ০২ কাঠা জমি ক্রয় করেন ০৫/০৩/২০১৭ তাং ০৮১৫ নং দলীল বলে, উক্ত দাগের সম্পত্তিতে কারোর কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন, পরবর্তীতে আপত্তি করলে সর্বত্র অগাহ্য হবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত জেলা জজ আদালত
২০২২ সালের ০৮ নম্বর সিভিল রিভিশান কেস
দরখাস্তকারী - সোমনাথ পাল দীং
বনাম
প্রতিপক্ষ -সতীনাথ পাল দীং

এতদ্বারা ৩ নং প্রতিপক্ষ - ৪৯ নং প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ নিবাসী মিতা দত্ত ওরফে সুপর্না দত্ত স্বামী-শ্রী সন্দীপ দত্ত কে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত অতিরিক্ত সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশান) আদালতের বিগত ইংরাজী ০২। ৬। ২০২২ তারিখের ২৩১ নম্বর আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত রিভিশান মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত কেসে আপনার কোন বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর দ্বারা আপনার বক্তব্য পেশ করবেন। অন্যথায় উক্ত কেসে আইনানুগ আপনার বিরুদ্ধে একতরফা নিষ্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীর আইনজীবি -
কৃষ্ণ শংকর বোলেল (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত
জেলা জজ আদালত

বিজ্ঞপ্তি

৩১.০১.২০১৬ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত দান পত্র, যাহা এ. ডি. এস. আর শিয়ালদহতে **দীপা সাহার** নামে নিবন্ধিত আছে যেটির বুক নং–১, ভলিউম নং –১৬০৬, পেজ নং ৮৮৫৮ – ৮৮৮৬ ও দলিল নং – ০০২৫৪। দলিলটিতে জমির পরিমান হলো একটি ফ্লাটের ৪/৫ অংশ, যাহার পরিমাণ ৬২০ বর্গ ফুট, গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। জমির পরিমাণ ৩ কাঠা, ২ ছটাক ও ৪২ বর্গ ফুট, অবস্থান হল ওয়ার্ড নং ৫৮, ১৯ডি, শীল লেন, থানা– ট্যাংরা, কলকাতা – ৭০০০১৫।

উক্ত দলিলটি আমার মক্কেল শ্রী শম্ভু জানা এর হেফাজত থেকে হারিয়ে যায়। উক্ত মর্মে আমার মক্কেল শ্রী শম্ভু জানা জেনারেল ডায়েরি কড়েয়া থানাতে দায়ের করেন। যার জি. ডি. ই নং ২০৯৪, তারিখ ২৬.০৮.২০২৫। নিচের ঠিকানায় দয়া করে ৭ দিনের মধ্যে, যদি কেউ উক্ত দলিলটি খুঁজে পান তাহলে ফেরত দিন বা জানান, অথবা কারও কোনও দাবি দাওয়া থাকলে জানাতে পারেন। তার পরে কোনো দাবী দাওয়া গ্রাহ্য হবে না।

দিব্যেন্দু চৌধুরী এন্ড এ্যাসোসিয়েটস (অ্যাডভোকেট)
ইউনিট নং ১১ই, ১১ তল
ওলিসা হাউস, ৪ নং গর্ভনমেন্ট প্লেস
কলকাতা – ৭০০০০১
মোবাইল : ৯১৬৩৩ ৬৪৪৩২

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম কৃষ্ণনগর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) ৩য় আদালত, নদীয়া,
দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং- ৫৬২/২০২৩
বাদী- জ্ঞানেন্দ্র নাথ বালা
-বনাম-
বিবাদী- দীপঙ্কর বালা দীং
বিজ্ঞপ্তি

বরাবর
১নং বিবাদী দীপঙ্কর বালা, পিতা- মৃত বিজয় বালা, সাং ও পোঃ- মহেশপুর, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র কেসের আদালত প্রেরিত সমন/নোটিশ আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে লইতেছেন না। অতএব আগামী ২৮/১০/২৫ তারিখে আপনি নিজে অথবা এ্যাডভোকেট দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া করণীয় কার্য্যাদি করিবেন, অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

কৌশিক দাস
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Sr. Div.)
3rd Court, Krishnagar

বিজ্ঞপ্তি

মৌজা শিরণী, জে.এল. নং- 627, Deed No-3462 Dated 27/05/1985 A.D.S.R. Jhargram বণ্টননামা হয় দুই ভাইয়ের মধ্যে ১) শ্রী গৌরহরি পাল, পিতা-ঁশতীশ পাল, ২) শ্রী গুনধর পাল, পিতা-ঁশতীশ পাল, দাগ নং-৩১২, ৯, ১৫, ১৬, ৪০, ২৪৫, ২৪২, ২৫, ২৬, ৩০৩/ ৩৭৫, ২৪৩/৩৮৬, ৩৭৫/৩৮৮ মৌজা- হরেকৃষ্ণপুর, জে.এল. নং-৬০০, দাগ নং-৯০।

বণ্টননামার পর গুনধর পালের মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিশগন হইল-

১) অঞ্জুরানী সেন, স্বামী-শ্রীশ্যামাপদ সেন, ২) অশোক পাল, ৩) নরেন্দ্রনাথ পাল, ৪) কচিন্দ্রনাথ পাল, ৫) রবীন্দ্রনাথ পাল, ৬) দিপ্তী অলোক পাল, সর্ব্ব পিতা ঁগুনধর পাল, ৭) শ্রীমত্যা চাঁপারানী পাল, স্বামী-ঁগুনধর পাল, ৮) শ্রীমতী মঞ্জুরানী পাল (মাইতি), স্বামী-হিমাংশু শেখর মাইতি, ৯) ধৃতিভানু পাল, পিতা-ঁগুনধর পাল। এখানে ৮ জন মিলে ধৃতিভানু পাল-কে একটি আমমোক্তার নামা দলিল করে দেন। আমমোক্তার নং-IV-58 Dated 18/11/1996 D.S.R-I Medinipur.

আমমোক্তারনামায় মৌজা উল্লেখ আছে।

১। শিরণী, ২) চাউলি, ৩) বল্ল্যা, ৪) দামুড়াশোল, ৫) তারাপুর, ৬) রকবল্ল্যা আরও উল্লেখ আছে যে, ধৃতিভানু পাল, পিতা-ঁগুনধর পাল বর্তমানে আমমোক্তার নামা IV-58 নং দলিল মূলে (১) শ্রী তীর্থকর পাল, (২) শ্রী শঙ্কর পাল, ৩) শ্রী নরেন্দ্র পাল, ৪) শ্রী বিশ্বজিৎ পাল ৫) শ্রী শোভন পাল এই পাঁচজনকে বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়া দেন যার দলিল নং হল ৯২৫ তারিখ ০৫/০৪/২০১৮।

উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অদ্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বি.এল.এন্ড, এল.আর. ও, ঝাড়গ্রাম অফিসে কিংবা আমার নিকট আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো কোন আপত্তি নাই জানিয়া আমার উপরিউক্ত মোক্কেল তাহাদের মিউটেশন এর কার্যাদি করিবেন, পরবর্তী সময়ের কোন আপত্তি গ্রহনযোগ্য হইবে না।

নিবেদন ইতি,
সমীর দাস, এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত।

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রীমতি জয়ন্তী মন্ডল মাতব্বর সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩.৩ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : মাগুরখালি, আরএস দাগ নং ৮৪৭, ৮৪৮, ২০১৮, ২০১৯ এবং এলআর দাগ নং ২৯১০স এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৮, বর্তমানে ২০২১, তৌজি নং ১১, ওয়ার্ড নং ৪, থানা : রানাঘাট, এডিএসআর রানাঘাট এবং ডিএসআর নদিয়া, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, এর সম্পূর্ণ মালিক এবং পূর্বে আইনি স্বত্বাধিকারী নাম শ্রী মনোতোষ ঘরামী, প্রতিনিধি নিয়োজিত অ্যাটর্নি নাম শ্রী সজল সমাদ্দার এর কাছ থেকে অধিগ্রহণ করেছেন হস্তান্তর দলিল তারিখ ৩১.০১.২০২২, রেজিস্টার্ড অফিস এডিএসআর রানাঘাট-১ এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০৫-২০২২, পৃষ্ঠা : ৪১৮৩৩ থেকে ৪১৮৪৮, দলিল নং ১৩০৫০১৪৮৮-২০২২ সালের।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে কোনও অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দাবি বা অন্য অধিকার থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রামাণ্য নথি সহ লিখিতভাবে জানাতে পারেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

শ্রী সুশান্ত মজুমদার, অ্যাডভোকেট
এমএম অ্যাসোসিয়েটস
কারনানি ম্যানসন,
রুম নং -৫২৮, ৬ষ্ঠ তল,
২৭এ, পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা -৭০০০১৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

শৌচালয়ের জল মেশানো খাবার? শুভেন্দুর এক্স পোস্টে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ঘিরে রাজ্যের রাজনীতি ফের তপ্ত। অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিনই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করে সরাসরি আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ভিডিও শেয়ার করে তাঁর খোঁচা; মাননীয়া শুভনন্দন! আপনার দলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিন। উত্তরবঙ্গ থেকে ছাত্রছাত্রীদের ডেকে এনে শেষে শৌচালয়ের জল মেশানো খাবার খাওয়াবেন, নিজের বক্তৃতা শোনানোর আগে?

শুভেন্দুর আক্রমণ এখানেই থামেনি। তাঁর আরও মন্তব্য; তারপর যদি কারও পেট ব্যথা হয়, বিরোধীরা বলল আপনার বস্তাপচা বক্তব্য শুনে হয়েছে, তখন তো আবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন! দাবি করেছেন, এই ভিডিও ও ছবি তৃণমূল কর্মীদের হাত দিয়েই তাঁর কাছে পৌঁছেছে।

অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী যেখানে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ, সংগঠনের শক্তি ও আন্দোলনের ইতিহাসের পাঠ শোনাবেন বলে শাসক শিবিরের তরফে প্রস্তুতি চলছিল, তার আগের দিনই বিরোধীপক্ষের এই কড়া আক্রমণ কার্যত চাপ বাড়িয়েছে তৃণমূলের অন্দরেই।

রাজনীতির ময়দানে তাই ফের তৃণমূল-বিজেপি মুখোমুখি; শাসকের দাবি শিক্ষার্থীদের জন্য সংগ্রামের বার্তা, আর বিরোধীর অভিযোগ শৌচালয়ের জল মেশানো খাবার ও বস্তাপচা বক্তৃতা। ফলে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ ক্রমশই উষ্ণ, সোশ্যাল মিডিয়ার ঝড় মিলিয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাটের গরমাগরম বিতর্কে।

মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি ৪৪৯ জন অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মীকে সংবর্ধিত করলেন।

ভবানীপুরের গণপতি ভক্ত মণ্ডলের পুজোয় ব্যবস্থা করা হল অনলাইন প্রণামীর। মণ্ডপে রাখা কিউআর কোডে স্ক্যান করলেই দেওয়া যাবে প্রণামী।

উত্তর কলকাতার নয়চাঁদ দত্ত স্ট্রিটে স্থিত মহাবীর অ্যাপার্মেন্টে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো।

ব্লু লাইন টানেলে আধুনিক টেট্রা যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করল মেট্রো রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রায় নতুন সংযোজন হল টেট্রা যোগাযোগ ব্যবস্থা। মঙ্গলবার, ২৬ অগস্ট ২০২৫ তারিখে বেলগাছিয়া থেকে রবীন্দ্র সরোবর পর্যন্ত ব্লু লাইনের টানেল অংশ এবং ইয়েলো লাইনে এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সফলভাবে চালু হয়। বারানগর স্টেশনে মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপক পি. উদয় কুমার রেড্ডি এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেলের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

টানেল অংশে নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা ও কার্যকর সমন্বয়ের জন্য অপরিহার্য। নতুন টেট্রা সিস্টেম ট্রেন চালক, স্টেশন কন্ট্রোলার ও অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টারকে রিয়েল-টাইমে সুরক্ষিত ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের সুবিধা দিচ্ছে। এতে জরুরি পরিস্থিতিতেও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে, যা যাত্রী সুরক্ষায় বড় ভূমিকা রাখবে। এর আগে পার্পল ও অরেঞ্জ লাইনে কার্যকর টেট্রা সিস্টেমকেও একীভূত করে চারটি লাইনেই এখন একক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। মহাব্যবস্থাপক রেড্ডির কথায়, আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে সুরক্ষিত যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেট্রা সিস্টেম চালু হওয়ায় অপারেশনে গতি ও যাত্রী নিরাপত্তা দু'টোই বাড়বে।

মটোরোলা সলিউশন্স প্রাইভেট লিমিটেড এই সিস্টেম সরবরাহ করেছে। এতে রয়েছে ফিক্সড স্টেশন, ভেহিকল-মাউন্টেড ইউনিট ও হ্যান্ডহেল্ড রেডিও। টানেল, ভায়াডাক্ট ও মাটির উপরের অংশে সমানভাবে কার্যকর এই ব্যবস্থা কলকাতা মেট্রোকে বিশ্বমানের নিরাপদ পরিবহণের পথে এক ধাপ এগিয়ে দিল।

অস্তিত্বহীন দল নিয়ে প্রশ্ন, শুনানিতে ডাক রাজ্যে ১২ নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ফের নড়েচড়ে বসল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। নথিভুক্ত অথচ দীর্ঘদিন ধরে কার্যত নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলিকে এবার শুনানির জন্য তলব করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, আগামী ২৯ অগস্ট রাজ্যের আরও ১২টি নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

কমিশনের খাতায় নথিভুক্ত হলেও বাস্তবে অস্তিত্বহীন এমন দল নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে নির্বাচন কমিশন। সারা দেশে মোট ৩৪৫টি এ ধরনের রাজনৈতিক দলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩৪টি দলকেই ইতিমধ্যেই বাদ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তালিকা থেকে। পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে এমন ৭২টি দল।

এর আগে রাজ্যের আটটি দলকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে মাত্র একটি দল নথিপত্র জমা দেয় কমিশনের কাছে। বাকি সাতটির নাম বাদ দেওয়া হয় কমিশনের খাতা থেকে। এবার দ্বিতীয় দফায় ফের ১২টি রাজনৈতিক দলকে তলব করা হয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, নথিভুক্ত থাকার সুবিধায় এই দলগুলি কর ছাড় সহ বিভিন্ন সরকারি সুবিধা ভোগ করত। অথচ কমিশনের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হলে তা ডাকবিভাগে 'নো রিপ্লাই' বলে ফেরত আসে। মেসেঞ্জার মারফত যোগাযোগের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। তাই এই দলগুলি আদৌ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে চাইছে কমিশন। আগামী ২৯ অগস্টের শুনানিতে হাজির থাকা বা না-থাকার উপর নির্ভর করবে এই দলগুলির ভবিষ্যৎ। যারা উপস্থিত হবে না, তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠানো হবে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কাছে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৮ অগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা

■ সাতসকালে রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁশদ্রোণীর ব্রহ্মপুর এলাকায়। বাড়ির সামনে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। বুধবারের সকালে এক মহিলাকে এমন রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে চমকে যান সকলেই। স্থানীয় সূত্রে খবর, বহুদিন ধরেই দাম্পত্য কলহ চলছিল হরিপদ নস্কর এবং তাঁর স্ত্রী অসীমার। বিগত কয়েক দিনে তা মাত্রাছাড়া আকার নেয়। অনুমান, তার জেরেই এদিনের এই ঘটনা। এরপর বুধবার সকাল প্রায় ৮টার সময় ব্রহ্মপুর সুকুর আলির চায়ের দোকানের সামনে দম্পতির মধ্যে বচসা শুরু হয়। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই বচসা বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ব্রহ্মপুরের এ-ওয়ান এলাকায় বাস করেন অসীমা নস্কর ও তাঁর স্বামী হরিপদ নস্কর। অসীমা নস্কর স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। হরিপদর সন্দেহ ছিল স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে, যা থেকেই বারবার দাম্পত্য কলহ তৈরি হত। এরপর বুধবার সকালে প্রকাশ্যে দু'জনের মধ্যে উত্তপ্ত বাগবিতণ্ডার সময় হরিপদ হঠাৎই ছুরি বের করে অসীমার গলায় আঘাত করে। ঘটনাটি ঘটে তাঁর নাবালক ছেলের চোখের সামনে। এদিন প্রকাশ্য রাস্তায় স্বামী হামলা করার পর চিৎকার করে ওঠেন মহিলা। তার ফলে আশপাশের লোকজন চলে আসায় কোনও রকমে তিনি প্রাণে বাঁচেন। কারণ লোকভয়ে পালিয়ে যান অভিযুক্ত ব্যক্তি। এরপরই অসীমাকে দ্রুত এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্রে খবর, তাঁর শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

■ বাগুইআটির পুকুরে ভেসে উঠল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। আত্মহত্যা নাকি খুন তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মৃতের নাম বিশ্বজিৎ সাহা। পেশায় একজন ফল ব্যবসায়ী। ভিআইপির রঘুনাথপুরে ফলের দোকান রয়েছে তাঁর। তবে সোমবার ও মঙ্গলবার দোকানে যাননি তিনি। এমনকী নিজের বাড়িও ফেরেননি তিনি। দোকান সামলাচ্ছিলেন তাঁর কর্মচারীরা। দু'দিন ঘরে না ফেরায় আশেপাশের নানান এলাকায় খোঁজ শুরু করে পরিবারের সদস্যরা। অবশেষে এদিন সকালে তাঁর দোকান থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি পুকুরে তাঁর দেহ দেহ ভাসতে দেখেন এলাকাবাসী।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের পায়ে গভীর ক্ষত দেখা গিয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে না। কোনওভাবে পুকুরে পড়ে গিয়েছিলেন নাকি আত্মহননের পথ বেছেছেন তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মন্দিরে চুরি

■ লেকটাউনের হনুমান মন্দিরে চুরি। খোয়া গিয়েছে সোনা-রুপোর গয়না। খোয়া গেছে হনুমানজির মাথার মুকুটও। অথচ লেকটাউনের রাস্তার উপরেই বিখ্যাত হনুমান মন্দির। এই মন্দিরে প্রতিনিয়ত নিষ্ঠাভরে পুজোও হয়। প্রচুর মানুষ হনুমান মন্দিরে যাতায়াত করেন। পুজো দেন। এবার সেই মন্দিরেই এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে লেকটাউনের হনুমান মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি হয়। সিসি ক্যামেরায় দেখা যায় চার জন চোরের দলকে। মন্দিরের ভিতরে চুরি করার ছবিও ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে। সঙ্গে এও দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে দুষ্কৃতীরা মন্দিরের ভেতরেই ছিল। এরপই সোনা, রুপোর গয়না, মুকুট সহ দান পাত্রর সব নিয়ে চম্পট দেয় চারজন চোরের দল।

এরপর বুধবার সকালবেলায় খবর দেওয়া হয় লেকটাউন থানায়। ঠিক কত টাকার জিনিস চুরি গিয়েছে তা এখনো হিসেব হয়নি। তবে অনুমান করা যাচ্ছে, চুরি যাওয়া জিনিসের মূল্য আনুমানিক কয়েক লক্ষ টাকার। ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। তদন্তে লেকটাউন থানার পুলিশ ও বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা।

ছাড়পত্র চাই? তাহলে অগ্নি-নিরাপত্তা আগে, স্পষ্ট বার্তা মেয়রের

নানা শর্ত-সহ পুজোর আগেই খুলবে শহরের রুফটপ রেস্তোঁরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আগে শহরে রুফটপ রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ পুর প্রশাসনের। কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, খোলা ছাদে খাওয়াদাওয়ার ছাড়পত্র মিলছে একগাদা শর্ত মানার পরই।

অতীতের ভয়াবহ আগুনের স্মৃতি এখনও টাটকা। তাই এবারে ঢালাও কড়াকড়িতে ফিরহাদ হাকিমের বার্তা, ছাড়পত্র চাই? তা হলে অগ্নি-নিরাপত্তা আগে!

একইসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এও জানান, 'নতুন করে আমরা কোনও রেস্তোরাঁর অনুমোদন দিচ্ছি না। তবে যেগুলি ছিল, সেগুলি পুজোর আগেই চালু হবে। তবে রুফটপ চালু করা হলেও মানতে হবে একাধিক শর্ত। মোট রুফটপের ৫০ শতাংশ খালি রাখতে হবে। যেদিকে হাইড্রোলিক ল্যাডার ঢুকবে রেস্তোরাঁর সেই দিকে ৫০ শতাংশ এলাকা খালি রাখতে হবে, যাতে উদ্ধারকার্য করা যায়। মানুষকে বাঁচাতে যা যা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাখা দরকার, তা রাখতে হবে।

রাখতে হবে প্রয়োজনীয় অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা।

এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু শর্ত রাখা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, ছাদে বসার জায়গার কমপক্ষে ৫০ শতাংশ খালি রাখতে হবে। সঙ্গে রাস্তার দিকে রেসকিউ স্পেস রাখতেই হবে।

এছাড়াও অবশ্যই থাকতে হবে চলমান ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থা। যার মধ্যে রয়েছে জলের পাইপ, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, অ্যালার্ম সিস্টেম। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি হল তা সিঁড়ি খোলা রাখতে হবে। মূলত স্টিফেন কোর্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতেই এই নির্দেশ।

স্টিফেন কোর্টের পর গত এপ্রিলের এক রাতে বড়বাজারের মেছুয়ার ফলপট্টির হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যু হয়। হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে উঠেছিল নানাবিধ প্রশ্ন। এরপরই শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁগুলির অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার ঘাটতি সামনে এসেছিল। এ নিয়ে মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টেও। যার জেরে গত মে মাসে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন, শহরে আর কোনও রকম রুফটপ রেস্তোরাঁ করা যাবে না। আর এই অগ্নিকাণ্ডের পর রাজ্যের তরফে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট আসার পরই ফের রুফটপ রেস্তোরাঁ চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বলে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে জানান মেয়র।

চাকরি বিক্রির রেট কার্ড ছিল বড়ঞা বিধায়কের

আজ সিজিওতে তলব জীবনের কাউন্সিলর পিসিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দু'দিন আগেই জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে নাটক কম হয়নি। সিবিআইয়ের পরে ইডি গ্রেপ্তার করতে এলে ঝোপের মধ্যে ফোন ফেলে পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করলেও ধরা পড়েন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। এরপরই ইডির তরফে শুরু হয়েছে তদন্ত। এবার বৃহস্পতিবার জীবনের পিসি মায়া সাহাকে সিজিওতে তলব করল ইডি। সাঁইথিয়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মায়া সাহা।

সম্প্রতি জানা গিয়েছে, বোলপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র জামবুনি বাসস্ট্যান্ডের কাছে অবকাশ আবাসনের তৃতীয় তলায় একটি থ্রি-বিএইচকে ফ্ল্যাট রয়েছে জীবনকৃষ্ণ সাহার। পাশাপাশি, ওই ফ্ল্যাটের সংলগ্ন পাঁচ কাঠা জমিও তাঁর মালিকানাধীন বলে জানা গেছে। ২০১৬ সালে তিনি ফ্ল্যাটটি কেনেন এবং তখন থেকেই মাঝে মধ্যেই সেখানে যান। একই বছরে জমিটিও কেনা হয়। বর্তমানে ওই এলাকার বাজারদর অনুযায়ী জমির মূল্য প্রতি কাঠা প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। তবে ক্রয়ের সময়ে জমিটির দাম ছিল প্রতি কাঠা ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। সূত্র অনুযায়ী, জমিটি জীবনকৃষ্ণ সাহার স্ত্রী টগরি সাহার নামে নিবন্ধিত।

এর পাশাপাশি সামনে এসেছে জীবনের নির্বাচনী খরচের হিসেব। শুধুমাত্র ২০২১-এ নির্বাচনী কাজেই তিনি নাকি খরচ করেছিলন ২৫ লক্ষ টাকা। এই অঙ্ক শুনে কপালে ভাঁজ ইডির আধিকারিকদের। এরপরই ইডির আধিকারিকদের তরফে জানতে চাওয়া হয়েছে, এই টাকার উৎস কী। যাঁর কোনও রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না, কোনও ব্যবসা নেই, যিনি পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, তাঁর কাছে এত টাকা এল কোথা থেকে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আধিকারিকদের সন্দেহ, ওই টাকা জীবনকৃষ্ণের আয়ের বাইরে।

যদিও বড়ঞার বিধায়কের দাবি, এই টাকা তাঁর জমানো টাকা। তবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। নির্বাচনের কাজে যারা যুক্ত ছিল, তাদের কাছেও জানতে চাওয়া হতে পারে এই বিষয়ে।

এদিকে ইডি সূত্রে এও খবর মিলেছে, শিক্ষকের চাকরির পাওয়ার জন্য জীবন ধার্য করেছিলেন রেট। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকতার চাকরির জন্য এক রেট, নবম-দশমের জন্য টাকার অংক কিছুটা কম। আবার স্কুলে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডির চাকরির জন্য রেট আলাদা। এজেন্টদের মাধ্যমেই তৃণমূল বিধায়ক এই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলতেন বলেও দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের।

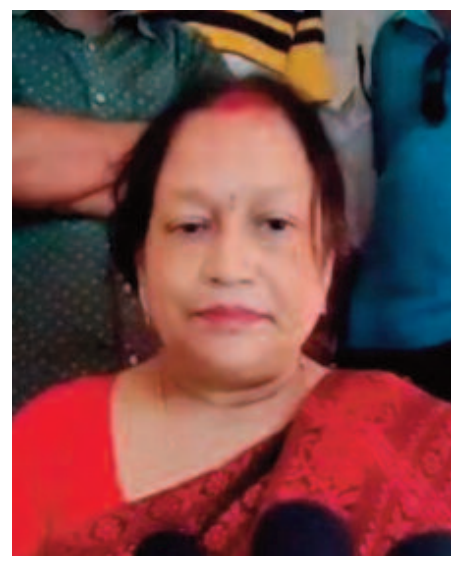

ইডি সূত্রের দাবি, জীবনের এজেন্টদের তালিকার সঙ্গে প্রায় ৩৮০০ চাকরিপ্রার্থীর নামের তালিকা মিলেছে। জীবনকৃষ্ণ সাহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই এজেন্ট কৌশিক ঘোষ ও সুব্রত সামন্ত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা করেছে ইডি। জীবন হেপাজতে থাকাকালীনই তার ঘনিষ্ঠ এজেন্টদের ডেকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে ইডি।

ইতিমধ্যেই সিবিআইয়ের বাজেয়াপ্ত করা নথির ফটোকপি হাতে পেয়েছে ইডি। শুধু নবম ও দশম শ্রেণির নিয়োগ দুর্নীতি নয়, একাদশ -দ্বাদশ ও গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি- এর দুর্নীতির সঙ্গেও জীবনের যোগ পাওয়া গিয়েছে। গ্রুপ সি ও ডি এর ক্ষেত্রে জীবনকে দিতে হত যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ৮ লক্ষ টাকা।

উল্লেখ্য, জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে তাঁর পিসি মায়া সাহা, নিতাই সাহা, গৌর সাহা, রাজেশ ঘোষ-সহ ঘনিষ্ঠদের নামে প্রচুর জমি কেনার নথি উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। স্ত্রী'র নামেও প্রচুর সম্পত্তি নগদে কেনা হয়েছে বলে ইডির আধিকারিকেরা তদন্তে জানতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, গত পাঁচ বছরে কত সম্পত্তি বেড়েছে জীবনকৃষ্ণের, জানতে জীবন-ঘনিষ্ঠদের আয়কর রিটার্নে নজর ইডি-র। জীবনের পিসি মায়া সাহার ওপরও নজর ইডির। 'পিসি-ভাইপো'র মধ্যে টাকা-পয়সার লেনদেন রয়েছে।

কাঁকিনাড়ায় একাধিক গণেশ পুজোর উদ্বোধন করলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গণেশ চতুর্থী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম প্রধান উৎসব। সারা দেশে জাঁকজমক সহকারে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। 'গণপতি বাপ্পা মোরিয়া' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা মুম্বই শহর। মুম্বইয়ের পাশাপাশি কাঁকিনাড়ার গণেশ পুজোর খ্যাতিও রয়েছে। মিশ্র ভাষাভাষীর কাঁকিনাড়ায় বেশ কয়েকটি গণেশ পুজো বেশ নজরকাড়া। বুধবার সন্ধেয় প্রথমে কাঁকিনাড়ার মানিকপীর ১৬ নম্বর গলির হনুমান পরিষদের গণেশ পুজোর উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তারপর কাঁকিনাড়ার কাছারি রোডের নবযুবক সংঘের গণেশ

পুজো-সহ একাধিক পুজোর তিনি উদ্বোধন করেন। গণপতি বাপ্পার কাছে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং কামনা করলেন, সকলের ইচ্ছে যাতে পূরণ হয়। পাশাপাশি সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য বয়ে আসুক, তিনি এই প্রার্থনাও করেন। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, আশুতোষ সিনহা প্রমুখ।

শান্তনু সেনের ডিগ্রি নিয়ে রাজ্যকে প্রশ্ন রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে তৎপর হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তৃণমূল নেতা চিকিৎসা করতে গিয়ে সত্যিই জাল মেডিক্যাল ডিগ্রি ব্যবহার করছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিলেন খোদ রাজ্যপাল। সূত্রে খবর, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন ভুয়ো মেডিক্যাল ডিগ্রি ব্যবহার করছেন বলে দাবি করে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ করে চিকিৎসক কুণাল সাহার সংস্থা পিপলস ফর বেটার ট্রিটমেন্ট। এরপরই রাজ্যপাল শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন। ওই সংস্থার পক্ষ থেকে যে চিঠি রাজ্যপালের কাছে জমা পড়েছে, সেটিও রাজ্য সরকারকে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগে শান্তনু সেনের রেজিস্ট্রেশন দু'বছরের জন্য বাতিল করে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। যদিও মেডিক্যাল কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন তৃণমূলের চিকিৎসক নেতা। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

জোর লাগা কে... মণ্ডপের পথে দেবী দুর্গা। স্ট্র্যান্ড রোডে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সরব কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের উচ্চশিক্ষা নিয়ে ফের সরব হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে ঘিরে জটিলতা প্রসঙ্গে মঙ্গলবার তিনি স্পষ্ট জানালেন; পরীক্ষা তার সময়েই হবেই, ছাত্রদের ইচ্ছেমতো চলবে না শিক্ষার নিয়মকানুন।

প্রতিমন্ত্রীর কথায়, বিশ্ববিদ্যালয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর নিজস্ব সিন্ডিকেট, বোর্ড সব আছে। তাই পরীক্ষার দিন ঘোষণা হলে, তা অনুষ্ঠিত হবেই। কেউ ইচ্ছে করলে অংশ নেবে আর না চাইলে নেবে না; এমনটা চলতে পারে না।

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, যারা সত্যিই পড়াশোনা করতে চায়, তারা পরীক্ষায় বসবে। আর যারা শুধু রাজনীতি করতে, পার্টি করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, তাদের জন্য ক্লাসরুম নয়; বাইরে অনেক মঞ্চ আছে। সুকান্ত আরও দাবি করেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় বারবার রাজনীতি ঢুকে পড়ায় সাধারণ ছাত্রদের ক্ষতি হচ্ছে। তাঁর মতে, পরীক্ষা বয়কট বা বিঘ্ন ঘটানো মানে পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা। তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারী যেমন দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না, অধ্যাপক বা পরীক্ষকও পারেন না। দায়িত্ব পালন করতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন নিয়েও সুকান্ত মন্তব্য করেন, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মেই পরীক্ষা হবে। যদি নিয়মমাফিক পরীক্ষা না-হয়, তবে যারা দায়িত্বে আছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

শেষে তিনি ছাত্র সংগঠনগুলিকেও বার্তা দেন পরীক্ষা হবে কি না, সেটা ছাত্ররা ঠিক করবে না। পাশ, ফেল হবে পরিশ্রমের ভিত্তিতে। শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করা সবার দায়িত্ব।

গণেশ আরাধনায় দেব।

আজ টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস, ট্র্যাফিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। ২৮ অগস্ট, বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হবে। কলকাতার মূল সভায় উপস্থিত থাকবেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই কারণে শহরের যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা। পরীক্ষা থাকায় আগে থেকেই পুলিশকে চিঠি দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার শহরে তিনটি বড় মিছিল হওয়ার কথা। এর পাশাপাশি ধর্মতলায় রয়েছে সমাবেশও। এদিকে ২৮ অগস্টই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। এদিকে এই সমাবেশ উপলক্ষে শহরে পা রেখেছেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা টিএমসিপি-র কর্মী-সমর্থকেরা। তৃণমূল শিবির থেকে পাওয়া খবর অনুসারে, বৃহস্পতিবার শহরে তিনটি বড় মিছিল বার হওয়ার কথা। প্রথমটি সকাল ৯টায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র থেকে, দ্বিতীয়টি বেলা ১১টায় ডোরিনা ক্রসিং থেকে এবং তৃতীয়টি ১১টা ৪৫ মিনিটে তারামণ্ডল এলাকা থেকে। তিন দিক থেকে একযোগে শহরমুখী এই মিছিলগুলি কলকাতা ট্রাফিকের ওপরে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতির আশঙ্কা থেকেই কলকাতা পুলিশকে চিঠি পাঠিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, শাসকদলের সভাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পেছানোর জন্য রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। তবে পরীক্ষার সিদ্ধান্তে অনড় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষর পাল্টা যুক্তি, 'পরীক্ষা তো কোনও পিকনিক নয়, যে ইচ্ছে মতো পিছিয়ে দিলাম।'

তবে ছাত্র সমাবেশ থাকলেও পরীক্ষার্থীদের যাতে সমস্যায় না পড়তে হয়, সেজন্য সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছেন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আমাদের সদস্যরা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে। কেউ যদি গাড়ি না পান, আমরা নিজে পৌঁছে দেব।' এদিকে, এই সভার জন্য পরীক্ষার দিন পরিবর্তন করেছে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই প্রসঙ্গে তৃণাঙ্কুর বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়বে, তাই আগে থেকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষা!

ফের রোষের মুখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে 'ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে' বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারি টিএমসিপি-র সাধারণ সম্পাদকের। কারণ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন কোনও পরীক্ষা স্থগিত হবে না। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত। আর সেই ইস্যুতেই এবার তৃণমূলের যুব নেতা অভিরূপ চক্রবর্তীর বেলাগাম আক্রমণের মুখে পড়তে হল শান্তা দত্তকে। এখানেই থেমে থাকেননি অভিরূপ। পাশাপাশি যাঁরা উপাচার্যকে সহায়তা করছেন তাঁদেরও 'বুঝে নেওয়ার' হুঁশিয়ারিও দিতে দেখা যায় তাকে। এদিকে এই যুবনেতার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে বিজেপি। বিজেপি-র পোস্ট করা ভিডিও থেকে দেখা যাচ্ছে, অভিরূপ বলেছেন, 'এত বড় বেহায়া আমি জীবনে দেখিনি। ২৮ অগস্ট পরীক্ষা

ফেলে দিয়েছে। আমি ওঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। উনি আবার নিজে বলছেন, কেউ আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ঘেউ-ঘেউ করছে। উত্তরে আমি বলছি শান্তাদেবী বেশি কথা বলবেন না। আমাদেরকে যদি ঘেউ ঘেউ বলেন, আপনি রাজ্যপালের কাছে কতবার মিউ-মিউ করেছেন। ২৮ অগস্টের পর জবাব দেব। ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে বুঝে নেব। আর যাঁরা যাঁরা ভিসির দালালি করেছেন তাঁদের গণতান্ত্রিকভাবে এমন থাপ্পড় মারব, আগামী দিন উঠে ধরানোর ক্ষমতা থাকবে না।'

অভিরূপের এই হুঁশিয়ারি প্রকাশ্যে আসতেই সমাজের সর্বস্তর থেকে উঠেছে নিন্দার ঝড়। বয়সে-কাজের অভিজ্ঞতায় সব দিক থেকেই উপাচার্য শান্তা দত্ত তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের নেতার থেকে অনেক অভিজ্ঞ। খুব স্পষ্ট বলতে কোনও দিক থেকেই শান্তা দত্তের সঙ্গে তুলনাই চলে না অভিরূপের। আর সেখানেই উঠেছে প্রশ্ন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে আদৌ এমন এক কদর্যভাষায় আক্রমণ করা যায় কি না। তবে ভবি ভোলার নয়। অভিরূপ তার নিজের অবস্থানেই অনড়। এই প্রসঙ্গে শান্তা দত্তের বিরুদ্ধে আরও এক পা এগিয়ে বলেন, 'উনি তো উপাচার্য নন। বেআইনিভাবে বসে রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছেন। ওর বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

সম্পাদকীয়

আদালতেও চাপানউতোর, ছাত্র নির্বাচনের জটিলতা কাটবে কবে?

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় অরাজকতা অব্যাহত। একের পর এক বাংলামাধ্যম সরকারি স্কুলের ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে। পড়ুয়াও নেই। নেই শিক্ষক। স্কুলের রোগ ছড়িয়েছে কলেজেও। সেখানেও গত দু'তিন বছর ধরে আসন খালি। পড়ুয়া নেই। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বেহাল দশা। একটা সেমেস্টার এসে যায়, কিন্তু আগের সেমেস্টারের ফল প্রকাশ হয় না। অর্ধেক কলেজে প্রিন্সিপালের চেয়ার ফাঁকা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নেই কোনও স্থায়ী উপাচার্য। এভাবেই চলছে। তার মধ্যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় না, তা প্রায় এক দশক হতে চলল। কলেজে, কলেজে এই নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমবর্ধমান। নিরুত্তাপ রাজ্য সরকার। নির্বাচন করানোর কোনও তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। ২০১৬ সালে শেষবার রাজ্যে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়েছিল। তারপর দু'একটি কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়ে তা হলেও মোটের ওপর বন্ধই নির্বাচন। মুখ্যমন্ত্রী কয়েকবার আশ্বাস দিলেও সরকারের তরফে এই নিয়ে কোনও সদুত্তর আজ পর্যন্ত মেলেনি। তবে এবার এ সংক্রান্ত একটি মামলাকে কেন্দ্র করে ফের রাজ্যে ছাত্র ভোটের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে আইনি জটিলতা কাটিয়ে সেই নির্বাচন কবে হবে বলা কঠিন। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার নির্বাচন না হওয়ার পুরো দায়টাই চাপিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ঘাড়ে। রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সওয়ালে বলেছেন, রাজ্য প্রশাসন নির্বাচন করাতে কোনওদিন বাধা দেয়নি। তাহলে কেন বন্ধ নির্বাচন? তর্কের খাতিরে যদি ধরাই হয় রাজ্য নির্বাচন করাতে চায়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি তা আটকে রাখতে পারে? উল্টোদিকে মামলাকারীর আইনজীবীরা রাজ্যের বক্তব্য মানতে নারাজ। তাঁরা চান আদালতকে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিক রাজ্য। মোদ্দা কথা, পুরোটাই চাপানউতরের খেলা। রাজ্যের বক্তব্য শোনার পর প্রায় ৩৬৫টি কলেজ এবং ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মামলায় পক্ষভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এখন দেখার এবার জটিলতা কাটে কিনা?

শব্দবাণ-৩৭১

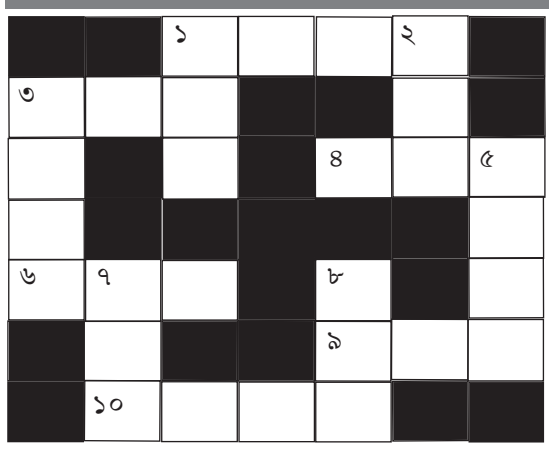

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. জল যে পর্যন্ত ওঠে ৩. জব্দ ৪. মাগনা, নিখরচা ৬. সাকল্য, সমগ্রতা ৯. দক্ষিণের ১০. সেবক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নাচগান প্রভৃতির মজলিশ ২. বন্ধু ৩. (আল.) মৃত্যুযন্ত্রণা ৫. গভীর, তীক্ষ্ণ ৭. উপকরণ ৮. ভেদ করে এমন, ছেদক।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৭০

পাশাপাশি: ২. আত্মাভিমান ৫. রপ্ত ৬. কনে ৭. দেখা ৮. খোল ১০. হস্তামলক।

উপর-নীচ: ১. ক্ষমা ২. আত্মকলহ ৩. ভিত্তি ৪. নরখাদক ৯. ধাম ১১. স্তাস।

জন্মদিন

আজকের দিন

স্বর্ণকুমারী দেবী

১৮২৮ বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী অদ্বৈতানন্দের জন্মদিন।
১৮৫৫ বিশিষ্ট কবি ও সমাজসেবী স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মদিন।
১৯২৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

সুবল সোরেনের অকালমৃত্যু

রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট দুর্নীতিরই ট্র্যাজিক পরিণতি!

স্বপনকুমার মণ্ডল

২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষায় রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট দুর্নীতির কথা ফের আরও একবার তীব্র ভর্ৎসনার সঙ্গে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট স্মরণ করিয়ে দিল। পুনরায় আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় 'দাগি'দের তথা নয়নের মণি বা 'ব্লু আইয়েড বয়'দের যেভাবে ফের চাকরিতে ঢোকানোয় রাজ্য সরকারের লজ্জাজনক চোরাপথ অবলম্বনের কথা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক তীব্র সমালোচনার ভাষায় স্পষ্ট করে তুলেছেন,তাতেই দুর্নীতির নেপথ্যের ছবিটি সামনে চলে আসে। সেখানে রাজ্য সরকারের অযোগ্যদের প্রতি প্রকট পক্ষপাতেই সংগঠিত দুর্নীতির পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে । এ বছর ৩ এপ্রিলে যোগ্য ও অযোগ্যদের মধ্যে চাল-কাঁকরের অবিচ্ছেদ্যতায় সুপ্রিম কোর্ট গোটা প্যানেলটাই বাদ দিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, ১৯ আগস্টে রাজ্য সরকারের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনও সুপ্রিম কোর্ট অগ্রাহ্য করে । অন্যদিকে ২২ আগস্টে অযোগ্য তথা 'দাগি'দের প্রতি রাজ্য সরকারের প্রকট পক্ষপাতে বিস্মিত সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি 'রাজ্য প্রশাসনের সততা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাজ্য সরকারের পক্ষে স্কুল সার্ভিস কমিশন হাই কোর্টের কাছে অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল । সেদিক থেকে রাজ্য সরকার তার সংগঠিত দুর্নীতি থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে যেভাবে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার আয়োজনেও অযোগ্যদের চাকরিতে সামিল করায় সক্রিয় রয়েছে,তা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বক্তব্যেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । অথচ তারপরেও রাজ্য সরকারের অধীনে সেই এসএসসি-র মাধ্যমে যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষকদের একরকম বাধ্য করে পুনরায় পরীক্ষায় বসার আয়োজন করে তাঁদের পক্ষে কতটা সুবিচার করা যাবে,তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় । এভাবে দীর্ঘদিন পরে দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিয়ে সফল না হলে অযোগ্যতা প্রমাণের যুক্তি কতটা অকাট্য,তা নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্নের অবতারণা অত্যন্ত স্বাভাবিক । ইতিমধ্যেই যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষকদের প্রতিবাদী আন্দোলনে রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি কলুষিত হয়েছে, জনপ্রিয়তাতেও ভাঁটা পড়েছে। অকাট্য প্রমাণে রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছে সরকার ও শাসকদল। সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি সরকারের শত্রু মনোভাব অস্বাভাবিক নয়। তাঁদের পরীক্ষার ফলাফলে যে সেই মনোভাব প্রতিফলিত হবে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না । সেখানে যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষকদের প্রতিবাদী আন্দোলনকে যেভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে দমনপীড়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে,তাই বলে দেয় তাঁরা আজ দুর্নীতির শিকারে দিশাহীন জীবনে বিপর্যস্ত, ক্রমশ জীবন্ত লাশে পরিণত দোসর। গড়ে তোলা জীবনের আকস্মিক শূন্যতাবোধ শুধু ভেঙে পড়ে না,মনের উপরে ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করে । এই চাপের ফলে ১৫ আগস্টে প্রতিবাদী আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ মুখ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল। সেই সুবল সোরেনের অকাল মৃত্যুই রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট দুর্নীতির চূড়ান্ত পরিণতিকে বেআব্রু করে তুলেছে । ফুলের সৌরভ ছড়াতে-না ছড়াতেই অকালেই ঝরে গেল আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন কৃতী প্রতিশ্রুতিবান শিক্ষক ।

ইতিমধ্যেই যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষকদের প্রতিবাদী আন্দোলনে রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি কলুষিত হয়েছে, জনপ্রিয়তাতেও ভাঁটা পড়েছে। অকাট্য প্রমাণে রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছে সরকার ও শাসকদল। সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি সরকারের শত্রু মনোভাব অস্বাভাবিক নয়। তাঁদের পরীক্ষার ফলাফলে যে সেই মনোভাব প্রতিফলিত হবে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না । সেখানে যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষকদের প্রতিবাদী আন্দোলনকে যেভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে দমনপীড়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে,তাই বলে দেয় তাঁরা আজ দুর্নীতির শিকারে দিশাহীন জীবনে বিপর্যস্ত, ক্রমশ জীবন্ত লাশে পরিণত দোসর। গড়ে তোলা জীবনের আকস্মিক শূন্যতাবোধ শুধু ভেঙে পড়ে না, মনের উপরে ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের ফলে ১৫ আগস্টে প্রতিবাদী আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ মুখ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল। সেই সুবল সোরেনের অকাল মৃত্যুই রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট দুর্নীতির চূড়ান্ত পরিণতিকে বেআব্রু করে তুলেছে। ফুলের সৌরভ ছড়াতে-না ছড়াতেই অকালেই ঝরে গেল আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন কৃতী প্রতিশ্রুতিবান শিক্ষক।

সংগঠিত দুর্নীতির ভয়ঙ্কর পরিণতিতে যখন এসএসসি-র প্রায় ছাব্বিশ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক-অশিক্ষককর্মী দিশাহীন জীবনের পথে অন্ধকারে আলো খুঁজে চলেছেন,তখনও যোগ্যদের আত্মবিশ্বাসে ভাঁটা পড়েনি, রাজপথ আঁকড়ে চলে প্রতিবাদী আন্দোলনের মুখর মিছিল । দেওয়ালে যখন পিঠ ঠেকে যায়,তখন অস্তিত্বের মরীয়া প্রকাশ দুঃসাহসী হয়ে ওঠে । তেমনই দেখেছি তাঁকে কলকাতার রাজপথে ধামশা মাদল নিয়ে এসএসসি-র যোগ্য হয়েও চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিবাদী মিছিলে। সপাটে তাঁর দীপ্ত প্রকাশে রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠ গর্জে উঠেছে । আদিবাসী সম্প্রদায়ের পঁয়ত্রিশ বছরের তরতাজা প্রতিভাদীপ্ত শিক্ষকের কণ্ঠে সরকারের সংগঠিত দুর্নীতিতে চাকরি হারানো হাজার হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের অব্যক্ত যন্ত্রণার তীব্র প্রতিবাদ উঠে এসেছে, সংবাদ মাধ্যমে তাঁর সেই ভিডিও ক্লিপ আপনাতেই আলোড়ন সৃষ্টি করে । পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত সরকি গ্রাম থেকে ২০১৬-র এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বৌলাসিনী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হয়েছিলেন সুবল সোরেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যখন চাকরিহারাদের আশাভরসা সব ক্রমশ শেষ হয়ে যায়, এ বছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ ধার্য করা হয়, তখন রাজ্য সরকারের সংগঠিত দুর্নীতির শিকারে হারানো চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জোরদার করায় প্রতিবাদী আন্দোলন একমাত্র পথ হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে আন্দোলনের তীব্রতায় সুবল সোরেনের বলিষ্ঠ ভূমিকা আপনাতেই জনমানসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,তাঁর কণ্ঠে সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদ যেন ভিন্ন মাত্রা পায়। অন্যদিকে 'দাগি' অযোগ্যদের প্রতি সরকারের আন্তরিক পক্ষপাতিত্বে যোগ্যদের প্রতিবাদী আন্দোলন যেভাবে জনসমর্থন বিস্তারে তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে,তাতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ হিসেবে সুবল সোরেনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়ে চলে । একদিকে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার চেতাবনি, অন্যদিকে তাঁদের পুনর্বহালের দাবি----এই দুইয়ের মধ্যে দড়িটানাটানিতেও অনড় ও অবিচল উদয়ন পণ্ডিতের দল যথার্থ ভাবেই তীব্র আন্দোলনের পথে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সুবল সোরেন ছিলেন তাঁদেরই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর । সেক্ষেত্রে তাঁর মানসিক চাপ যে তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল,তা অনুমানের জন্য কষ্টকল্পনার প্রয়োজন পড়ে না। ১১ আগস্টে থেকে তিনচারদিন অসুস্থ থাকার পর কলকাতার ই এম বাইপাসের বেসরকারি নার্সিং হোম ১৫ আগস্টে স্বাধীনতা দিবসের দিনে ব্রেন স্ট্রোকে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে তাঁর দুবছর মেয়েই অনাথ হয়নি,বা, তাঁর পরিবারই নিঃস্ব হয়ে পড়েনি, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর উঠেছে চাকরিহারানো যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ভয়ঙ্কর পরিণতির তীব্র হাহাকার । এজন্য সুবল সোরেনের আকস্মিক অনুপস্থিতির কারণে আন্দোলনের আলো নিভে যাবে না, বরং তা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে মশাল হয়ে উঠবে । চাকরি হারানোর বিভীষিকায় সর্বস্বান্ত হওয়ার চেতাবনিতে সুবল সোরেনের আকস্মিক প্রয়াণ সেদিক থেকে সরকারবিরোধী অসহায়তা বোধে নিস্তেজ হয়ে পড়া আন্দোলনকে আরও সতেজ, আরও গতি, আরও আক্রমণাত্মক করে তোলে । সুস্থ বাঘের চেয়ে আহত বাঘ অনেক আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে । সুবল সোরেনের ট্র্যাজিক পরিণতি সেক্ষেত্রে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের নতুন করে আন্দোলনমুখর করে তোলে ।

আসলে সরকারের সংগঠিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষকদের প্রতিবাদী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং তাঁদের চাকরিতে পুনর্বহাল হওয়ার ঘোর অনিশ্চয়তার যূপকাষ্ঠে পড়ে দিশাহীন জীবনের ভয়ঙ্কর পরিণতি অস্বাভাবিক নয় । সেক্ষেত্রে যোগ্যদের অর্জিত অধিকার সরকারের মদতপুষ্ট দুর্নীতির শিকারে অস্বীকৃত হয়ে পড়বে,তা যেমন মেনে নেওয়া যায় না, তেমনই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করাও সহজসাধ্য নয় । শুধু তাই নয়, বর্তমান সমাজে চাকরির আর্থিক সুরক্ষা থেকে সামাজিক মর্যাদা, মনে আর মানে বাঁচার হাতছানি সবই জীবনের প্রতিষ্ঠায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । সেক্ষেত্রে চাকরি হারানো মানেই ছকবন্দি জীবন থেকে সর্বস্বান্ত হওয়ার নিবিড় আয়োজন । প্রয়োজনের আভিজাত্যে থেকে আয়োজনের উৎকর্ষে শিক্ষকতার চাকরি আপনাতেই মহার্ঘ হয়ে ওঠে। সেখানে না পাওয়ার যন্ত্রণার উপশমে প্রস্তুতি ও মেধার উপরে বর্তানো যায়, পেয়ে হারানোর আঘাত আঘাত শুধু অসহনীয়ই নয়, কিছু করতে না পারার অসহায়তাবোধে দাসত্ব নেমে আসে । সেখানে রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট ধ্বংসাত্মক দুর্নীতি শুধু শিক্ষায় মূল্যবোধকে অস্বীকার করেনি, সামাজিক অবক্ষয়কেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে । তা না হলে এরকম ভয়ঙ্কর দুর্নীতি দেখেও উদাসীন সমাজ ভয়ঙ্কর নীরবতা পালন স্বাভাবিক মনে হয় ! এই উদাসীন সমাজও নীরব ঘাতক, স্বৈরাচারী সরকারের দুর্নীতিকেই পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়ে চলে । সেক্ষেত্রে যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষকদের প্রতিবাদী আন্দোলনে প্রত্যাশিত সাফল্যে পৌঁছায়নি। উল্টে তা রাজনীতির শিকারের রসদ হয়ে উঠেছে । আসলে প্রতিবাদ করা কঠিন । তার চেয়েও কঠিন প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়িয়ে থাকা । আর তা না পারলে তার ব্যর্থতায় অবৈধ কর্মই বৈধতা লাভ করে । এজন্য যোগ্যদের প্রতিবাদও ব্যর্থতাবোধের শিকার । সেখানে রাজ্য সরকারের মতো রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ জিইয়ে রেখে লড়াই করে চলা দুঃসাধ্যপ্রায়। সেক্ষেত্রে সুবল সোরেনের সেই প্রতিবাদী কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমনিতেই তাঁর দিশাহীন অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি,তার উপরে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠের আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাছোড় প্রকৃতি,তাঁকে কতটা চাপে রেখেছিল,তা সহজেই অনুমেয়। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের সর্বশক্তি দিয়ে চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষকদের প্রতিবাদী আন্দোলনকে দমনপীড়ন করে ধামাচাপা দেওয়ার মধ্যেই তার সংগঠিত দুর্নীতির নেপথ্য ভূমিকা আরও সক্রিয় হয়ে বেরিয়ে পড়ে,আরও তীব্র প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে যোগ্যদের যোগ্যস্থানে ফিরে পেতে সুবল সোরেনদের মতো আর কত কৃতী যোগ্য শিক্ষককে আমাদের হারাতে হবে,তা ভাবতেই শিরদাঁড়া দিয়ে হিমশীতল প্রবাহ বয়ে যায়। অথচ তাতে সুবল সোরেনের আত্মত্যাগ প্রতিবাদী আন্দোলনে নিঃস্ব হয়ে পড়ে না, বরং প্রতিবাদের পথকেই গৌরবে সৌরভ ছড়িয়ে দেয় । কেননা প্রতিবাদীর মৃত্যু হলেও তার প্রতিবাদ থেকে যায় অবিরত, অবারিত, নীরবে-নিভৃতে নিরন্তর ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

উপাচার্যকে পদ থেকে সরালেন আচার্য রাজ্যপাল

প্রশাসনিক অচলাবস্থা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হঠাৎ করেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। বুধবার ইমেল মারফত উপাচার্যকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অপসারিত হওয়ার বিষয়টি সামনে আসতেই আবারও শাসক-বিরোধী বিতর্ক শুরু হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ পড়ুয়ারা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছেন দাবি উঠেছে। তাঁদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রশাসনিক অচলাবস্থা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ উপাচার্য অপসারণের ঘটনার বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ওই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করার জন্যও বলা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী উপাচার্যকে ‘রিলিজ’ দেওয়ার কথা ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টারের। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ ছাড়া তাঁর একার পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এবিষয়ে কর্তব্য জানতে চেয়ে তিনি উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যোগাযোগ করলে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।’ কিন্তু হঠাৎ কেন

সরানো হল উপাচার্যকে? সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, উপাচার্যের অপসারণের পেছনে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এবং দুর্নীতির বিষয় উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই উঠে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সংক্রান্ত জটিলতা। আচার্য তথা রাজ্যপালের তরফে চলতি বছর ২৫ অগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন করার জন্য দিন ধার্য করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল উপাচার্যকে। কিন্তু রাজ্যপালের সেই নির্দেশ মানা হয়নি বলে অভিযোগ। পাশাপাশি ২০১৭ সালের পর থেকেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের তরফে কিছুদিন আগেই আচার্যকে জানানো হয় এত অল্প সময়ের মধ্যে সমাবর্তন আয়োজন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সমাবর্তন আয়োজনের ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক বাধ্যতামূলক। তাও হয় নি। এনিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন আচার্য। এরইমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক-পুত্রের পরীক্ষার ফল আটকে রাখা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। যা নিয়ে হস্তক্ষেপ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজনৈতিক দলের অফিসে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে নাকি বৈঠক করেন উপাচার্য। আচমকা অপসারণের পেছনে এই কারণ থাকার সম্ভাবনাও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে উপাচার্য আচমকা অপসারণের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে শাসক শিবির। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায় বলেন, ‘রাজ্যপাল সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর চেষ্টা করছেন। উপাচার্য তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন না বা মাথানত করছেন না বলেই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এমন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।’ যদিও এ প্রসঙ্গে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি বলেন, ‘রাজ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যরাও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েপড়ছেন। আচার্য হিসেবে রাজ্যপালের কাছে নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ রয়েছে। তার ভিত্তিতেই তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন।’ এদিকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশ পড়ুয়াদের বক্তব্য, ‘অভিভাবক না থাকলে সর্বক্ষেত্রে সমস্যা হয়। যেমন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক রয়েছেন উপাচার্য। হঠাৎ করে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।’ তাই দ্রুত এই পদ পূরণের দাবিও জানিয়েছেন পড়ুয়ারা।

এদিকে এদিন একাধিকবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয় নি। যদিও এদিন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের একাধিক অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু সব অনুষ্ঠানে বাতিল করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এর আগেও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রজত কিশোর দে উপাচার্য থাকাকালীন তাঁকে অপসারণ করেছিলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। সেইসময় তাঁকে পুনঃবহাল করে পালটা নির্দেশিকা দেয় রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর। এবারও তেমন কিছুরই সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, ‘উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইলপত্র তাঁর কাছে পাঠাতে বারণ করেছেন।’

দুর্ঘটনায় জখম সিভিকের ‘চিকিৎসায় গাফিলতি’তে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে দুর্ঘটনায় জখম সিভিকের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল ইংরেজবাজারের গাবগাছি এলাকার একটি নার্সিংহোমে। বুধবার দুপুরে গৌড়বঙ্গ বাস টার্মিনাস লাগোয়া এলাকার এক নার্সিংহোমের সামনে সিভিক ভলান্টিয়ারের মরদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার পরিজনেরা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ২৪ ঘণ্টা ধরে ওই রোগী ভর্তি থাকলেও কোনওরকম চিকিৎসা হয়নি। অবশেষে মৃত্যু হয় ওই সিভিকের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম মিঠুন সরকার (৩৭)। তাঁর বাড়ি ইংরেজবাজার থানার মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসিমারি এলাকায়। মঙ্গলবার বিকেলে সুস্থানি মোড় এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে মোটরবাইক নিয়ে যাওয়ার সময় একটি জেসিবি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই মিঠুনকে ধাক্কা মারে। তখনই গুরুতর জখম হন তিনি। এরপর আহতকে গৌড়কন্যা বাস টার্মিনাল সংলগ্ন এলাকার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। মৃতের স্ত্রী রুমা সরকার বলেন, ‘২৪ ঘণ্টা ধরে তাঁর স্বামী ওই নার্সিংহোমে ভর্তি থাকলেও, কোনওরকম চিকিৎসা হয় নি। একবারের জন্য ডাক্তারেরাও আসেন নি। দুর্ঘটনারপর অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে স্বামীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। বারবার ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে আমরা একথা গিয়ে বলেছি। কিন্তু কেউ কোনও গুরুত্ব দেয় নি। অবশেষে এদিন দুপুরে স্বামীর মৃত্যুর কথা জানানো হয়। ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।’ এদিকে মৃতের পাড়া প্রতিবেশীদের অভিযোগ, এই গাবগাছি এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে। কোনরকম স্বাস্থ্যপরিকাঠামো ছাড়াই রোগীদের ভর্তি করানো হচ্ছে। যদি ওই নার্সিংহোমের ম্যানেজার মিঠু আলি জানিয়েছেন, ‘ওই রোগীর অবস্থা আগে থেকেই সংকটজনক ছিল। সব রকমভাবে চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি। কিন্তু এখন যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।’

ছেলের লাগানো আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু সৎ মার

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: রাতের অন্ধকারে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল সৎ ছেলের বিরুদ্ধে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে সৎ মা’র। জখম বাবা-সহ দুই নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের উদয়কৃষ্ণপুরের পশ্চিমপাড়ায়। খবর পেয়ে খণ্ডঘোষ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী-সহ জেলা পুলিশের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ। জানা গিয়েছে, কৃষ্ণপদ মিস্ত্রি ও তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যা মিস্ত্রি-সহ দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে ঘরে শুয়ে ছিলেন। গভীর রাতে কৃষ্ণপদ মিস্ত্রির সৎ ছেলে বাবলু মিস্ত্রি বাড়িতে গিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। বন্ধ ঘর থেকে শুরু হয় চিৎকার। প্রতিবেশীরা আওয়াজ পেয়ে কোনওরকমে আগুন নিভিয়ে তালা ভেঙে ঘরে ঢোকেন। চার জনই অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যা মিস্ত্রি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাকি তিন জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন। সকালেই সৎ ছেলে বাবলু মিস্ত্রিকে আটক করে পুলিশ। সেও অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। পারিবারিক সম্পত্তিগত ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়েই বিবাদ বলে জানিয়েছেন বিধায়ক। তার জেরেই নৃশংস ঘটনা। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ২০০৫ সালে একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অন্ডালের খান্দরার বাসিন্দা তথা ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই ছাত্রনেতা সোমনাথ সরকারের। তাঁর মৃত্যু হয় ২৭ অগস্ট। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই খান্দরা শাখা। এবছর ১৯তম বর্ষে পা দিল তাদের এই শিবির। এদিনের শিবিরে ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করেন রানিগঞ্জ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্ত। প্রত্যেকবছরের মত স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের হাতে এবছরও তুলে দেওয়া হয় একটি করে গাছের চারা।

মোট ৪০ জন রক্তদাতা এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত যাবে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে।

ইন্দাসে মহিলা সংঘের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন দিকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহিলা সংঘের নির্বাচনের মনোনয়ন পেশ। এদিন বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসেও সেই মহিলা সংঘের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন

জমাকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা ছিল শীর্ষে। তৃণমূলের মহিলা সংঘের প্রার্থীরা সংঘবদ্ধভাবে মনোনয়ন পেশ করেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে। মনোনয়ন পেশের শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ইন্দাস তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শেখ হামিদ জানান, ‘ইন্দাসে তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দল নেই।’ একইসঙ্গে এদিন তিনি বলেন, ‘এই ব্লক এলাকার পঞ্চায়েতের ১০টি সংঘের জন্য মোট ১১০ জন তৃণমূল প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রভাব বেশ ভালো পড়বে।’

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অফিস প্রেমিসেস লিজ নেওয়ার জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **রঘুনাথগঞ্জ** এলাকায় তাদের শাখা/অফিস স্থাপনের জন্য বাণিজ্যিক ভবনের মালিকদের কাছ থেকে ২ বিড সিস্টেম **(টেকনিক্যাল ও ফিন্যান্সিয়াল বিড)** টেন্ডার আহ্বান করছে। লিজের ভিত্তিতে (তৈরি বা নির্মাণাধীন) এই জায়গাটি হতে হবে **১৪০০ থেকে ১৫০০ বর্গফুট (শাখার জন্য) এবং ৬০ থেকে ১০০ বর্গফুট (এটিএম-এর জন্য) কার্পেট এরিয়ার** জায়গা প্রয়োজন, যা **১৫ বছরের** জন্য লিজ নেওয়া হবে। গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং পার্কিং সুবিধাসহ হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

টেন্ডারের ফর্মগুলো **২৭.০৮.২০২৫ থেকে ১৫.০৯.২০২৫** তারিখ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে সংগ্রহ করা যাবে। এর জন্য **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক -এর অনুকূলে বহরমপুরে প্রদেয় ২৫০/- টাকার (অফেরতযোগ্য)** একটি ডিমান্ড ড্রাফট (ডিডি) জমা দিতে হবে। **বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো ১৫.০৯.২০২৫।**

ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

জোনাল ম্যানেজার (এজিএম), ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস: বহরমপুর
১ম ফ্লোর, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১, ই-মেইল: z184@indianbank.co.in

বিস্তারিত তথ্য আমাদের ওয়েবসাইট: www.indianbank.in থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে

পাবলিক নোটিশ

[লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮ -এর সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৩) এবং লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলস, ২০০৯-এর রুল ১৭ অনুযায়ী]

এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার
কোম্পানি নিবন্ধকের সমীপে,
নিজাম প্যালেস, ২য় এম.এস.ও. বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০ ০২০

এসওএস এক্সেল এন্টারপ্রাইজ এলএলপি, LLPIN: ACC-3940

আবেদনকারী

তারিখ: ২৬ আগস্ট, ২০২৫
স্থান: কলকাতা

এসওএস এক্সেল এন্টারপ্রাইজ এলএলপি-এর পক্ষে স্বা/-
স্বপন নাথ
মনোনীত অংশীদার

SOALUK SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.
(Regd. No. 14 HG, Dated- 17.10.1955)
Vill. & P.O. : Soaluk, P.S. : Pursurah,
Dist. : Hooghly, Pin : 712410
Date: 28.08.2025

Notice of Publication of Draft Electoral Roll

এতদ্বারা সোয়ালুক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, অদ্য ইং ২৮/০৮/২০২৫ তারিখ উক্ত সমবায় সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তালিকা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তারিখ গুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

	বিষয়	তারিখ	স্থান
১.	আপত্তি/ অভিযোগ জানানোর শেষ তারিখ	ইং ০৮/০৯/২০২৫ (দুপুর ৩টে পর্যন্ত)	সমিতির কার্যালয়
২.	শুনানির তারিখ	ইং ০৯/০৯/২০২৫ (দুপুর ১২টা থেকে ২টা)	সমিতির কার্যালয়
৩.	চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ	ইং ১০/০৯/২০২৫	সমিতির কার্যালয়

বিশদে অবগত হওয়ার জন্য সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো।

Sd/-
Krishnadas Ghosh
Assistant Returning Officer
Soaluk S.K.U.S. Ltd.

Memo No - Election Srirambati / 01
Date : 27 / 08 / 2025

অরো ইমপেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড
(CIN: L51909WB1994PLC061514)
রেজি. অফিস : ৩২, কে এল সায়গল সরণি, ৭৪০এ, ব্লক-পি,
নিউ আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০৫৩,
ইমেল : cs@auroimpex.com ওয়েবসাইট : www.auroimpex.com
ফোন নং : ০৩৩ ২৪০০ ৬৩০০

৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, কাট অফ ডেট এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত তথ্যাদির বিজ্ঞপ্তি

অরো ইমপেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
রাহুল চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬.০৮.২০২৫

SBI এসবিআই পাণ্ডুয়া শাখা (০৪৬৪৬)
হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১৪৯
ই-মেল: sbi.04646@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫
স্থান: পাণ্ডুয়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৫৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

রেফা. নং: SARB/SB/AKN/2025-26/420
তারিখ: ১১.০৮.২০২৫

তারিখ: ২৮.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ০৮.১০.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫ / স্থান: বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করা দু'টি নয়া ভবনে নেই 'বাংলা' সাইনবোর্ড

'জয় বাংলা' স্লোগান নিয়ে খোঁচা সুকান্ত, জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মুখ্যমন্ত্রী-সহ তৃণমূলের মুখে জয় বাংলা স্লোগান। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন করা ৪৮ কোটি টাকার দু'টি ভবনে নেই বাংলা সাইনবোর্ড। সব বোর্ড ইংরাজিতে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বাংলা সাইনবোর্ড নিয়ে বিতর্ক। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুটি বড় প্রশাসনিক ভবনের সাইনবোর্ডে 'বাংলা'ই ব্রাত্য। খোঁচা বিজেপির। দীর্ঘদিন পর নিজস্ব প্রশাসনিক দপ্তর অর্থাৎ, জেলাশাসকের অফিসের ভবন পেল পশ্চিম বর্ধমান। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর সঙ্গে একই দিনে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের নতুন ভবনে উদ্বোধন করেন মমতা। তবে, এই দুই প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিতে ছাড়ল না বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতাদের দাবি, মঞ্চ থেকে বাংলা ও বাঙালি নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেন

মমতা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বললেন, অথচ দুই প্রশাসনিক ভবনে বাংলা ভাষায় সাইনবোর্ড নেই। সেই নিয়েই মমতাকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। উদ্বোধনকালে মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষা ও বাংলার জয় গান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলে অনেক কবিতা বলেন। কিন্তু, তাঁর উদ্বোধন করা পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখ্য প্রশাসনিক ভবনের বোর্ডেই বাংলা স্থান পায়নি। ইংরাজিতে বোর্ড লেখা হয়েছে। এমনকি নবনির্মিত আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের দপ্তরের বোর্ডেও বাংলা নেই। সেটিও ইংরেজিতে লেখা। এই নিয়ে সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করতে ব্যস্ত ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীর বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতির মাঝে বাংলা ভাষাই যেন অবহেলিত! মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এবং দুর্গাপুর-আসানসোল পুলিশ কমিশনারের নতুন কার্যালয়ের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দু'টি প্রশাসনিক দপ্তরেই বাংলা ভাষার সাইনবোর্ডের চিহ্নমাত্র নেই! হায় রে, মিথ্যাশ্রীর বিভ্রান্তির রাজনীতি! যেখানে বাংলাতেই বাংলা নির্বাসিত!' অন্যদিকে একইসঙ্গে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিও। তিনিও তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে আসানসোলে। কিন্তু, আমি তার প্রবেশদ্বারের বাংলা সাইনবোর্ডটা কোথাও খুঁজে পেলাম না। আপনাদের নজরে পড়লে আমাকে একটু জানাবেন।' বিষয়টি নিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাম্বালামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'সাইনবোর্ড লাগানোর কাজ ও প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। নিশ্চয় দু'টি দপ্তরেই বাংলায় লেখা হবে।' যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, 'মামুলি একটি ঘটনা নিয়ে বিতর্ক করছে গেরুয়া শিবির। এ রাজ্যে সব ভাষাকে সম্মান দেওয়া হয়। ইংরেজি যেমন সাইনবোর্ড হয়েছে হিন্দিও হবে। বাংলাও হবে। এ নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই।' বাংলা পক্ষ থেকে অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রয়োজনে তাঁরা রাস্তায় নামবেন। অবিলম্বে এই দুই ভবনে বাংলা সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।

'খাদ্য দপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আইপ্যাকের কর্মীদের স্বার্থে', ফের বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: বুধবার হাবড়ায় গণেশ পুজো উদ্বোধনের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সন্ধ্যায় হাবড়া এক নম্বর রেলগেটের কাছে ক্যুইক রেসপন্স টিমের সদস্যদের আয়োজনে হওয়া গণেশ পূজার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন তিনি। সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম করে অস্থায়ী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর শুভেন্দু অধিকারী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক ক্ষোভ উগড়ে দেন। তিনি বলেন, 'খাদ্য দপ্তরে ১৫ হাজার টাকা করে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। আমার অভিযোগ, আই প্যাকের ভোটের কাজ যারা করছেন, তাঁদের ওইখান থেকে টাকা দেওয়া হবে।' একইসঙ্গে রাজ্যের কলেজগুলির প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'কন্ট্র্যাকচুয়াল নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সংরক্ষিত আসনগুলির নিয়োগ নিয়ম মেনে করেনি। কলেজে অনার্সের ৯৪ হাজার ভ্যাকেন্সির মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার ভ্যাকেন্সি পূরণ হয়েছে।

কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ ছেলেমেয়ে এডমিশন নেয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থা লাটে উঠেছে, তাই বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ঝুঁকছে ছেলেমেয়েরা। ৮২০০ স্কুলে তালা চাবি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলোতেও লাগিয়ে দিন!' ক্যুইক রেসপন্স টিম প্রসঙ্গে শুভেন্দুর দাবি, 'ক্যুইক রেসপন্স টিমের সদস্যরা বিজেপি করেছিল বলে ২০২১ সালে হাবড়াতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-নিলিমেশের বাহিনীরা পৈশাচিক অত্যাচার করেছে তাদের ওপর। তাই এরা জোটবদ্ধ হয়েছে। আমার সঙ্গেও বিভিন্নভাবে যোগাযোগ রাখছে এবং সে বছর থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এরা গণেশ পুজো করছে।' তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের লুম্পেনরাজ চলছে, তাই মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু নন্দীগ্রাম থেকে হারালে হবে না পশ্চিমবঙ্গ থেকে উৎখাত করতে হবে। ২০১১ সালে মাথাপিছু পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের ঋণ ছিল ১৭ হাজার টাকা এখন সেটা বেড়ে দাঁড়িয়ে ৭০ হাজার টাকা দাঁড়িয়েছে।' 'মমতার আমলে মা দুর্গা নির্যাতিত। গত বছর হাওড়াতে ৫টা দুর্গা মূর্তি ভাঙা হয়েছে' বলে দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী।

যশোর রোড সংস্কার-সহ ৫টি ব্রিজ হবে, দাবি জ্যোতিপ্রিয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মানুষের বহুদিনের প্রত্যাশার অবসান হতে চলেছে। বারাসাত থেকে বনগাঁ হয়ে পেট্রাপোল পর্যন্ত যশোর রোডের সংস্কারের কাজ শুরু হতে চলেছে বলে আশ্বাস দিলেন হাবড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ফলে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন বারাসাত ও বনগাঁর মানুষ। রাস্তাটির সংস্কার হলে পেট্রাপোল থেকে কলকাতার যাতায়াতের সময় অর্ধেকেরও কম হয়ে যাবে। বাড়বে বাণিজ্য। স্বাভাবিকভাবেই চাঙ্গা হবে স্থানীয় অর্থনীতি।

মঙ্গলবার একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, 'বারাসাত থেকে বনগাঁ হয়ে পেট্রাপোল পর্যন্ত যশোর রোড অর্থাৎ ১১২ নম্বর জাতীয় সড়কের সংস্কারের রূপরেখা তৈরি হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই সেই কাজ শুরু হবে। জমি মাপজোকের কাজও শেষ হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে রাস্তা সংস্কার ও ব্রিজ তৈরির জন্য যাদের বাড়ি ও দোকানঘর ভাঙা পড়বে তাদের সঙ্গেও কথা হয়ে গেছে। প্রথমে রেল লাইনের উপর ব্রিজ তৈরি হবে।' পরিসংখ্যান দিয়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'বারাসাত থেকে পেট্রাপোল এই যশোর রোডের ওপর ৫টি ব্রিজ তৈরি হবে। বারাসাতের জগদীঘাটা কাজিপাড়া রেলগেট, অশোকনগর রেলগেট, হাবড়ায় ২টি রেলগেট ও বনগাঁ রেলগেটের ওপর সেতুগুলি হবে। ব্রিজগুলি সিঙ্গিল ফেজ থেকে ডাবল ফেজ করা হয়েছে। যাতে যান চলাচলের কোনও সমস্যা না হয়। ব্রিজের কাজ শেষ হলে বাকি রাস্তার সংস্কার হবে।'

দিনদিন ১১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর গাড়ির চাপ বাড়লেও কেন্দ্রের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ উদাসীন ছিল। দীর্ঘদিন ধরে যশোর রোডের সংস্কার না হওয়াতে বারাসাত, হাবড়া, বনগাঁয় সাধারণ মানুষকে যানজটে নাজেহাল হতে হতো। সড়ক পথে যাতায়াতে দীর্ঘ সময় লেগে যেত। আশঙ্কাজনক রোগীদের কলকাতায় নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হতো। সীমান্ত বাণিজ্য থেকে স্থানীয় বাণিজ্য সবটাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। যানজটের কারণে দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। সমস্যা থেকে পরিত্রাণের আশ্বাস পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী ও গাড়ি চালকেরা। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আশ্বাস এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে যশোর রোডের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

মিড ডে মিলে 'পচা' মাংস, বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া শিক্ষা চক্র ২-এর অন্তর্গত বেলডাঙা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে চলছিল দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পরীক্ষা। বুধবার সেই পরীক্ষার তৃতীয় দিনেই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল বিদ্যালয় চত্বরে। উল্লেখ্য, বুধবার থেকে কয়েক মাস আগে যে স্কুলটি জামুড়িয়া এলাকায় সুনাম অর্জন করেছিল, সেই বিদ্যালয় নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক রামপ্রসাদ মুহুরী আসার পর থেকে স্কুলে বারবার বিভিন্ন অভিযোগ উঠছে। কখনও স্কুলের ভিতরে নেশাদ্রব্য-সেবন, কখনও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ। সেই রকমই আরও এক দফাই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল স্কুলে পঁচা মাংস এনে ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়ানোর চেষ্টার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সাত সকালেই স্কুলে পচা মাংস এনে প্রধান শিক্ষক নিজেই রান্নার জন্য প্রস্তুত করছিলেন বলে অভিযোগ। কিন্তু সেই পচা মাংসের দুর্গন্ধ ক্ষণিকের মধ্যেই স্কুল চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, যথা সময়ে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে পৌঁছলে পচা মাংসের দুর্গন্ধে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সকল ছাত্রছাত্রীরা স্কুল থেকে বেরিয়ে নিজেদের বাড়ি গিয়ে তাদের মা-বাবাকে বিষয়টি জানাতেই অভিভাবকরা স্কুলে এসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিভাবকরা দাবি তোলেন, এই স্কুলে প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করা হোক। না হলে যে কোনও দিন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের বড়সড়ো কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দীর্ঘক্ষণ স্কুল চত্বরে প্রধান শিক্ষকের বদলির দাবিতে দফায় দফায় বিক্ষোভ চলে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ। উপস্থিত হয় জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ গোপ। অভিভাবকদের বিক্ষোভকে পাশ কাটিয়ে প্রধান শিক্ষক বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রধান শিক্ষকের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা। এবিষয়ে জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ গোপ এবং আতমা কমিটির চেয়ারম্যান দীনেশ চক্রবর্তী জানিয়েছে, বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান প্রাক্তন প্রধানের স্ত্রীর

আদি তৃণমূলিদের আহ্বান সৌমিত্র খাঁ'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের পাঁচাল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রাবন্তী মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুজিত আগস্থির হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করলেন। প্রাক্তন প্রধানের স্ত্রী শ্রাবন্তী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূলে নারী সুরক্ষা নেই, তৃণমূলে থেকে উন্নয়ন করা যায়নি। তাই আমি বিজেপিতে যোগদান করেছি নারীদের সুরক্ষা এবং এলাকার উন্নয়ন করার জন্য।'

প্রাক্তন প্রধানের স্ত্রী যোগদান নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী তরজা। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'বিষ্ণুপুরে পুরনো তৃণমূল কর্মীরা কোনও জায়গা পান না। যারা তৃণমূলটাকে তৈরি করেছে তাঁরা আজকে কেউ কোথাও নেই। তাঁদেরকে বিজেপিতে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলার সমস্ত তৃণমূল নেতৃত্বকে বিজেপিতে আহ্বান জানাচ্ছি।'

সংসদের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সাংসদকে পালটা আক্রমণ করেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত দত্ত। তিনি সৌমিত্র খাঁকে কটাক্ষ করে বলেন, 'সৌমিত্র খাঁ সংসার ভেঙে রাজনীতিতে একটি মুখ হয়েছেন। তাই তিনি লোকের সংসার ভেঙে তাঁদের দলে যোগদান করাচ্ছেন। শ্রাবন্তী মুখার্জির সঙ্গে তাঁর স্বামীর দাম্পত্য কলহ চলছে বিগত পাঁচ বছর ধরে। সৌমিত্র খাঁ বিজেপিতে যোগদান করার পর বিজেপি কর্মীরাই উলটে তৃণমূলে চলে আসছে। এখন ২৬-এর নির্বাচন দেখা যাচ্ছে, বিজেপির মাঠ ফাঁকা, মাঠ ভরাতে হবে তাই তিনি এখন তৃণমূল কর্মীদের আহ্বান করছেন।' পাশাপাশি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি বলেন 'আগামী সাতদিন অপেক্ষা করুন, বিজেপিকে চারটে অধ্যায়ে ভাঙবো। সৌমিত্র খাঁয়ের রাতের ঘুম কেড়ে নেব।'

সিঙ্গুরের বাগডাঙা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭২, ৭৪ ও ৭৫ নং বুথে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

জোয়ারের জলে তলিয়ে নিখোঁজ কোন্নগরের বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জোয়ার জলে স্নান করতে নেমে তলিয়ে নিখোঁজ হলেন হুগলির কোন্নগরের এক বৃদ্ধ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ বৃদ্ধ হুগলির কোন্নগর সুইমিং ক্লাব এলাকার বাসিন্দা পঙ্কজ পাত্র (৭১)। মঙ্গলবার দুপুরে কোন্নগর সাধুর ঘাটে যান ওই বৃদ্ধ। স্নান করে গঙ্গাজল নিয়ে বাড়িতে দিয়েও আসেন সকালে। দুপুরে আবার ফিরে যান গঙ্গার ঘাটে। বেশ কিছু সময় সেখানে বসেছিলেন তিনি। তারপর আচমকাই ঘটে যায় অঘটন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুরে যখন ওই বৃদ্ধ গঙ্গায় নামেন, সেই সময় জোয়ার ছিল। তাঁকে বাঁচাতে সেই সময় ঘাটে থাকা স্থানীয় দুই যুবকও গঙ্গায় নেমে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃদ্ধের নাগাল পাননি তাঁরা। খবর দেওয়া হয় উত্তরপাড়া থানায়। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। জলে ডুবুরি নামিয়ে বৃদ্ধের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। একসময় ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে রেফারি ছিলেন পঙ্কজ। বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। খবর পেয়ে কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন, 'বৃদ্ধের পরিবার জানিয়েছে কোনওভাবে যাতে তাঁর দেহ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে। প্রশাসন সবরকম চেষ্টা করছে।'

নিউটাউনে নাবালিকা ধর্ষণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নিউটাউনে নাবালিকা ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে টোটো চালক সৌমিত্র রায়কে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন বারাসাত জেলা পক্সো আদালতের বিচারক। তিনটি ধারায় ৫০ হাজার টাকা করে মোট দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে ৫ বছর করে মোট ১৫ বছর জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এই ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা সংবাদ শিরনামে উঠে এসেছিল। মাত্র ৬ মাসের সামান্য বেশি কয়েকদিনের মধ্যেই সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে নিউটাউনে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় টোটো চালক সৌমিত্র রায়কে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায় নাবালিকা। দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকার পর রাতে বাড়ি ফিরবে বলে উঠেছিল সৌমিত্রের টোটোয়। এরপরই নাবালিকাকে একা পেয়ে সরাসরি বাড়ি না-নিয়ে গিয়ে নিউটাউন এলাকার একাধিক অলিতে গলিতে ঘুরিয়ে লোহার ব্রিজের কাছে একটি পরিত্যক্ত জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এবং পরিচয় গোপন করতে খুন করে টোটো চালক সৌমিত্র রায়। ১৭টি সিসিটিভি ফুটেজ পাশাপাশি আরও অন্যান্য টেকনিক্যাল এভিডেন্সের ওপর ভিত্তি করে সৌমিত্র রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার বিকেলে অপরাধীর সাজা ঘোষণায় মৃতার পরিবার খুশি হলেও সৌমিত্র রায়ের ফাঁসি হলে তাঁরা আরও বেশি খুশি হতেন বলে জানান।

ছাত্রীকে 'ব্যাড টাচ', গ্রেপ্তার গৃহশিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক ছাত্রীকে 'ব্যাড টাচ' এর অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহ শিক্ষককে গ্রেপ্তার করলো কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত ওই গৃহ শিক্ষকের নাম রত্নাকর বাগ। বাড়ি দুর্গাপুরের কালীগঞ্জ এলাকায়। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৫ অগস্ট কাঁকসার একটি বহুতল আবাসনে ওই গৃহশিক্ষক এক ছাত্রীকে পড়ানোর সময় তার গায়ে হাত দেয়। এই বিষয়ে ওই ছাত্রী তার মাকে গোটা বিষয়টি জানালে, নাবালিকা ওই ছাত্রীর মা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে ওই গৃহশিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে পক্স আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

আন্দোলনে তপ্ত আরামবাগ আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বুধবার নিরাপত্তার দাবিতে আরামবাগ মহকুমা আদালতের কর্মচারিরা অবস্থান বিক্ষোভ করায় কোট চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন তাঁরা কর্ম বিরতিও পালন করেন। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার কোর্টের মেন গেটের সামনে তথা আরামবাগ কোর্ট রোডে শিশু, মহিলা, যুবকরা অবস্থান বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ ছিল, তাদের জোর করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আর এই উচ্ছেদের সঙ্গে আরামবাগ মহকুমা আদালতের একজন কর্মচারি যুক্ত। মঙ্গলবার ওই কর্মচারিকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে স্লোগান দেওয়া হয় কোর্ট রোডে। এতে কোর্টের কর্মচারিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। কোর্ট কর্মচারিদের দাবি, এইভাবে কোর্টের কোনও জাজমেন্টের পর একজন কর্মচারিকে দায়ি করে কোর্ট রোডে অবস্থান বিক্ষোভ করা আইন সংগত নয়। এতে করে কর্মচারিরা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জানা গিয়েছে, আদালতের নির্দেশে এবং পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে আরামবাগ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পল্লিশ্রী সংলগ্ন এলাকায়

একাধিক বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই বিতর্কিত জায়গায় বসবাসকারীদের অভিযোগ, কোর্টের ওই কর্মী টাকা খেয়ে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে। এই আন্দোলনের পালটা আন্দোলন করেন কোর্টের কর্মীরাও। এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা আদালতের কর্মী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,'আমরা নিরাপত্তার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করছি। একজন কোর্ট কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কোর্টের সামনে আন্দোলন করা আইন সঙ্গত নয়।'

প্লাস্টিক বন্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্লাস্টিকের নিষিদ্ধ ক্যারিব্যাগ বন্ধে এবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ এলাকায় জোরদার অভিযান শুরু হল ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে। বুধবার ব্লকের গোপালগঞ্জ ও নাককাটি বাজার এলাকায় একযোগে অভিযান চলে। মাছ বাজার, সবজি বাজার, মুদি দোকান, মিষ্টির দোকান-সহ বিভিন্ন দোকানে অভিযান চালানো হয়। ক্রেতা-বিক্রেতাদের সচেতন করার পাশাপাশি নিষিদ্ধ ১২০ মাইক্রনের কম ঘনত্বের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করবার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়। পাশাপাশি, পরিবেশে প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং কাগজের ব্যাগের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমার রায়, ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পবিত্র বর্মন, কুমারগঞ্জ থানার সাব ইন্সপেক্টর নিরুপম দাস, এএসআই গৌতম দাস, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ রহিত মণ্ডল, মধ্যরামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান, রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে আনিসুর রহমান, গোপালগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রকাশ সাহা সহ আরো অনেকে।

পরিবারে অচ্ছুত, অনাহারে দিন কাটানোর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ালেন ব্লক সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত প্রায় দেড় মাস ধরে কাঁকসার দোমরা গ্রামের একটি ক্লাবের বারান্দায় দিন কাটাচ্ছেন বছর ৬৫-র বৃদ্ধা অবলা রুইদাসের। দুটি পা তাঁর অসাড়। চার বছর বয়স থেকে আস্তে আস্তে দুটি পায়ে হাঁটার ক্ষমতা চলে যায়। বর্তমানে তিনি দুটি হাতের উপর ভর দিয়েই এদিক ওদিক করে বেড়ান। গ্রামের মানুষদের সহযোগিতায় সরকার থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হওয়ার জন্য ভাতা পাচ্ছেন। তবে অভিযোগ, নিজের বাড়ি থাকতেও, এই কারণেই তাঁকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বার করে দিয়েছে। এরপর গত দেড় মাস ধরে গ্রামের একটি ক্লাবের বারান্দায় বৃদ্ধার দিন

কাটছে। গ্রামের মানুষরা খাবার দিলে খান, আবার কখনও খাওয়ার জোটেও না। না খেয়েই দিন কাটাতে হয়।

অসহায় ওই বৃদ্ধার বলেন, 'তাঁর বাবার নামে জমি, সেখানে মাটির বাড়ি রয়েছে। সেই বাড়ির অবস্থাও খারাপ। সরকার থেকে বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলে, সেখানে থাকা যেতো। কিন্তু প্রশাসনের দরজায় যাওয়ার মত তাঁর ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে তাঁর ভাইদের পরিবার রয়েছে তাঁরাও তাঁকে দেখে না।' উলটে তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসহায় হয়ে পড়েছেন তিনি। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, যার যতটা সাধ্য তারা ওই বৃদ্ধার খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেটা কতদিন। প্রশাসন উদ্যোগ নিয়ে ওই বৃদ্ধার কোনও একটা ব্যবস্থা করলে তাঁর বাকি জীবনটা বাঁচবে। বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানিয়েছেন, ঘটনাটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং বেদনাদায়ক। ওই বৃদ্ধা যখন সরকারি দপ্তরে যেতে পারছেন না। তখন গ্রামে পঞ্চায়েতের সদস্যরা তো রয়েছে। তাঁরা কেনও এই বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছেন না? যদিও এই বিষয়ে তাঁরা বিডিওকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন। কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা সমিতির সদস্য নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন, 'আমরা এই বিষয়ে খবর পেয়েছি। ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়ে যতটা সাহায্য করার তা করা হবে। যদি কোনও এনজিওকে দিয়ে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় সেটাও চেষ্টা করা হবে।'

গাজায় সাংবাদিক হত্যার নিন্দা ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: গাজায় সাংবাদিক হত্যার নিন্দা করল ভারত। গত সোমবার খান ইউনিসের হাসপাতালে ইজরায়েলের জোড়া হামলায় পাঁচ জন সাংবাদিক-সহ অন্তত ২০ জন মারা যান। বুধবার সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, সাংবাদিকদের হত্যার ঘটনা অত্যন্ত খারাপ এবং গভীর দুঃখজনক। ভারত বরাবর যুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রাণহানির নিন্দা করে এসেছে। আমরা জেনেছি, ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই এর তদন্ত শুরু করেছেন।

কুল্লু ও মান্ডিতে বৃষ্টির দুর্যোগ চলবে

সিমলা, ২৭ অগস্ট: একটানা তিন দিন ধরে প্রবল বৃষ্টিপাতের পর বুধবার সকল থেকে হিমাচল প্রদেশের কুল্লুতে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মান্ডিতেও আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। তবে, এখনই বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই। আবহাওয়া দপ্তর আগামী দু'দিন চাম্বা, কাংড়া ও মান্ডিতে ভারী বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা জারি করেছে। কুল্লুতে একটানা বৃষ্টিপাতের ফলে বিয়াস নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং জাতীয় সড়ক ৩-এ মহাসড়কের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় কুল্লু, মান্ডিতে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ।

অপারেশন সিঁদুর এবার বর্তমান যুগে তথ্য ও সাইবার যুদ্ধের গুরুত্ব শিখিয়েছে: রাজনাথ

মহোও, ২৭ অগস্ট: অপারেশন সিঁদুর বর্তমান যুগে তথ্য ও সাইবার যুদ্ধের গুরুত্ব শিখিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার মধ্যপ্রদেশের মহোও-তে আয়োজিত রণ-সম্বাদ ২০২৫-এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'অপারেশন সিঁদুর আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখিয়েছে - বর্তমান যুগে তথ্য ও সাইবার যুদ্ধের গুরুত্ব। আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বাড়ানোর সময়, আমাদের তথ্য এবং সাইবার পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী নিশ্চিত করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করি, এই বিষয়টিকে গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং আমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত।'

রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'বর্তমান বিশ্বে, অবাক করার উপাদানটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, কারণ এটি এখন প্রযুক্তিগত যুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রযুক্তি এমন গতিতে অগ্রসর হচ্ছে যে, যখন আমরা একটি উদ্ভাবনকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তখন আরেকটি উদ্ভাবন ঘটে - সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করে। মনুষ্যবিহীন এরিয়াল ভেহিকেল, হাইপারসনিক মিসাইল, সাইবার-আক্রমণ এবং এআই-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল এমন সরঞ্জামগুলির উদাহরণ যা আধুনিক সংঘাতে অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়ে আসছে। বিস্ময়ের এই উপাদানটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এটির আর স্থায়ী রূপ নেই। এটি পরিবর্তন করতে থাকে, সর্বদা এটির সাথে অনিশ্চয়তা বহন করে এবং ঠিক এই অনিশ্চয়তাই প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে, প্রায়শই যুদ্ধের ফলাফলের নির্ধারক ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। আমাদের সময়ে, প্রযুক্তি এবং বিস্ময়ের সংমিশ্রণ যুদ্ধকে আগের চেয়ে আরও জটিল এবং অপ্রত্যাশিত করে তুলছে। সেজন্য আমাদের কেবল বিদ্যমান প্রযুক্তিতেই দক্ষতা অর্জন করতে হবে না বরং এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা নতুন উদ্ভাবন এবং অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জের জন্য ক্রমাগত প্রস্তুত আছি।'

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু স্কুল-কলেজ বন্ধ, নজর মোদীর

জম্মু, ২৭ অগস্ট: প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জম্মু ও কাশ্মীরের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে এক্স পোস্টে বিশদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলা ব্যতীত সমগ্র জম্মু বিভাগে এখনও বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যদিও বৃষ্টির তীব্রতা কম। তাওয়াই নদীর জলস্তর হ্রাস পেয়েছে, তবে চেনাব নদী বিপদ সীমার কাছাকাছি প্রবাহিত হচ্ছে।। জিতেন্দ্র জানান, তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হল বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ এবং মোবাইল পরিষেবা পুনরুদ্ধার করা, এ জন্য কর্তৃপক্ষ রাতভর অবিরাম কাজ করে চলেছে। স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ জনগণকে নিরাপত্তার জন্য অপ্রয়োজনীয় স্থানে চলাচল থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, ঐতিহাসিক মাধোপুর সেতু, যা ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছিল, যখন ১৯৫৩ সালের ১১ মে এই সেতুর মাঝখানে ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার ভোররাত থেকে এই সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। বেশ কিছু হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছেন তিনি।

দিল্লিতে বিপদসীমা ছুঁইছুঁই যমুনা

নয়াদিল্লি, ২৭ অগস্ট: দিল্লিতে এখনও বিপদসীমা পেরল না যমুনা নদীর জলস্তর। তবে বাড়তে পারে, এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বুধবার সকালে দিল্লির লোহা পুল এলাকায় দেখা যায়, যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার কিছুটা নীচ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই নিচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, একটানা বৃষ্টিতে বারাণসীতে বৃদ্ধি পেয়েছে গঙ্গার জলস্তর, ইতিমধ্যেই গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করায় বারাণসীর ঘাটগুলি ডুবে গিয়েছে। বারাণসীতে টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে গঙ্গা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় জনবসতি এলাকা ও মন্দিরগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

ট্রাম্পের নয়া শুল্ক চালু, প্রভাব পড়তে পারে ভারতে

ওয়াশিংটন, ২৭ অগস্ট: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা নতুন শুল্ক চালু হল ভারতে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে আমেরিকায় রফতানি করা ভারতীয় পণ্যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক নেওয়া চালু হয়েছে। তার ফলে সমস্যায় পড়েছেন আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রপ্তানিকারকরা। এর প্রভাব পড়তে পারে ভারতে। উল্লেখ্য, রাশিয়ার থেকে তেল কেনা জারি রাখায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রোষের মুখে পড়েছে ভারতকে। চলতি মাসের শুরুতেই ট্রাম্প দু'দফায় মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ভারতের উপর। যা বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা লাগু হয়েছে। বুধবার থেকে কার্যকর হওয়া নতুন হারে শুল্ক প্রভাবিত করতে পারে ভারতীয় ব্যবসাকে, এমনই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

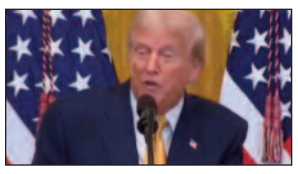

ময়দান

বড়সড় পরীক্ষার মুখে রোহিত রাহুল ! এখনও ছাড় বিরাটের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে প্রবল জল্পনা চলছে। ইতিমধ্যেই তিনি টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন। এবার প্রশ্ন উঠছে, ওয়ানডে থেকেও কি তাঁকে বিদায় নিতে 'বাধ্য' করা হবে? নানা মহলে এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বিশেষত, অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে তাঁর সামনে ফের একবার ফিটনেস পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ আসতে চলেছে। শুধু রোহিত নন, কেএল রাহুলকেও এই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে বলে খবর। তবে বিরাট কোহলিকে এখনই ফিটনেস টেস্টে অংশ নিতে হচ্ছে না, এমনটাই সূত্রের খবর।

আগামী অক্টোবরে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে। সেখানে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। জানা যাচ্ছে, সেই সিরিজে রোহিতের সামনে সম্মানজনক অবসরের পথ খুলে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে কিন্তু ভারতের 'এ' দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ৩ ও ৫ অক্টোবর তিনটি ওয়ানডে খেলবে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে। সেখানেই হয়তো রোহিতকে দেখা যেতে পারে। তবে তার আগে তাঁকে বোর্ডের নিয়মিত ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।

ফিটনেস পরীক্ষার প্রসঙ্গে উঠে এসেছে ইয়ো-ইয়ো টেস্টের নাম। ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট রেভস্পোর্টস-এর তথ্য অনুযায়ী, ৩০ ও ৩১ আগস্ট বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের নতুন সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে এই পরীক্ষা হতে পারে। রোহিত ছাড়াও কেএল রাহুল ও আরও কয়েকজন ক্রিকেটারকে এই পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ইয়ো-ইয়ো টেস্ট নয়, সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে ব্রঙ্কো টেস্ট নামক আরও একটি কঠিন ফিটনেস পরীক্ষা।

প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি অভিযোগ তুলেছেন, আসলে রোহিতকে দলে থেকে সরানোর জন্যই নতুন করে ব্রঙ্কো টেস্ট চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর মতে, এই পরীক্ষা অযথাই রোহিতের সামনে কড়া শর্ত চাপিয়ে দেবে। স্বাভাবিক ভাবেই, ক্রিকেটপ্রেমী থেকে বিশেষজ্ঞরা এখন আগ্রহী হয়ে রয়েছেন, রোহিতকে আদৌ কি ব্রঙ্কো টেস্ট দিতে হবে, নাকি শুধুমাত্র ইয়ো-ইয়ো টেস্টই যথেষ্ট হবে। অন্যদিকে, বিরাট কোহলিকে নিয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। তিনি কবে এবং কোথায় ফিটনেস পরীক্ষা দেবেন, তা নিশ্চিত নয়। তাই আপাতত রোহিত ও রাহুলের ওপরেই নজর থাকছে।

সব মিলিয়ে, ভারতের সিনিয়র ক্রিকেটারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বোর্ড কঠোর অবস্থান নিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। একদিকে ফিটনেস টেস্টে পাশ করতে না-পারলে দলে জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে, অন্যদিকে বয়সজনিত কারণে তরুণ প্রজন্মকে সুযোগ দেওয়ার চাপও ক্রমশ বাড়ছে। রোহিত শর্মার মতো বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের ক্ষেত্রে বোর্ড ঠিক কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই এখন সবার কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু।

এআইএফএফকে এবার নিষিদ্ধ করার হুঁশিয়ারি দিল ফিফা !

কলকাতা, ২৭ অগস্ট: আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ফিফা) এবং এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) কে চিঠি লিখে হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে যদি তাদের গঠনতন্ত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন না করা হয় তবে সম্ভাব্য স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার (২৬ অগস্ট) এআইএফএর সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে পাঠানো চিঠিতে ফিফা জানিয়েছে, নতুন সংবিধান চূড়ান্ত করা এবং রূপায়ণে বার বার দেরি হওয়ায় তারা 'গভীর ভাবে চিন্তিত।' ২০১৭ সাল থেকে এখনও সম্পূর্ণ হয়নি সংবিধান সংশোধনের কাজ। সুস্পষ্ট কোনও পরিকাঠামোর অভাবে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাই সংবিধান সংশোধন করে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের থেকে অনুমতি নিতে নির্দেশ দিয়েছে ফিফা।

তার পাশাপাশি ফিফা ও এএফসি, উভয়ের আইন ও নিয়মকানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টিও উল্লেখ করেছে। চিঠিতে তারা জানিয়েছে, সরকারি সংস্থা,সহ কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এআইএফএফকে স্বাধীন ভাবে নিজেদের কাজ করতে হবে। এর আগে ২০২২ সালের ১৬ আগস্ট এআইএফএ ফিফার নিষেধাজ্ঞায় পড়েছিল।

আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা অশ্বিনের

চেন্নাই, ২৭ অগস্ট: বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্টের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার আর. অশ্বিন। 'আইপিএল ক্রিকেটার হিসেবে আমার সময় আজ শেষ হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে অসাধারণ স্মৃতি এবং সম্পর্কের জন্য সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আইপিএল এবং বিসিসিআইকে, তারা আমাকে যা দিয়েছে তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই', বলেছেন অশ্বিন। ২০০৯ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে অভিষেক হওয়ার পর, অশ্বিন আইপিএলে ২২১টি ম্যাচ খেলেছেন, ৭.২০ এর চিত্তাকর্ষক ইকোনমিতে তাঁর অফ-স্পিন দিয়ে ১৮৭টি উইকেট নিয়েছেন। অশ্বিন ব্যাট হাতেও অসাধারণ অবদান রাখেন ৮৩৩ রান করে। অশ্বিন আইপিএলে পাঁচটি দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন - সিএসকে, রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্ট, পঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রাজস্থান রয়্যালস।

সিএবি ঘোষণা করল আন্ডার-১৬ বেঙ্গল বয়েজ দল, নির্বাচিত ৩৮ তরুণ প্রতিভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ক্রিকেটে নতুন দিগন্তের সূচনা হতে চলেছে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ঘোষণা করেছে আন্ডার-১৬ বেঙ্গল বয়েজ দলে নির্বাচিত ক্রিকেটারদের নাম। মোট ৩৮ জন তরুণ ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য। তারা আগামী ২৬ অগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কল্যাণী এবং দুবরাজপুরের গ্রাউন্ড মাঠে নিবিড় নেট প্র্যাকটিসে অংশ নেবেন। এই অনুশীলন শিবিরের লক্ষ্য হল নতুন প্রতিভাদের খুঁজে বের করে তাঁদেরকে আরও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বড় মঞ্চের জন্য প্রস্তুত করা। তালিকায় রয়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা ক্রিকেটাররা। ব্যাটার, বোলার থেকে শুরু করে উইকেটকিপার, সব ধরনের প্রতিভাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনীশ মহাপাত্র, চিরন্তন সাহু, রাজবীর রায়, শ্রেয়ম ঘোষ, রাম সেন, হিমাংশু প্যাটেল, তুফান রায়, এরকম আরও অনেক তরুণকে দেখা যাবে মাঠে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে। উইকেটকিপার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে আয়ুষ পান, সৌহার্দ্য নিয়োগী, অতনু নস্কর ও হর্ষ পাণ্ডে। পাশাপাশি দ্রুত বোলার এবং স্পিনারদের মিশ্রণও এই স্কোয়াডকে করেছে বৈচিত্র্যময়।বাংলার ক্রিকেটের ঐতিহ্য বহু পুরনো। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বর্তমান দলের নির্ভরযোগ্য ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরন, সবারই সূচনা হয়েছে এই বাংলার মাটিতেই। তাই সিএবির এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বাংলার ক্রিকেটকে আরও শক্ত ভিত দেবে। ছোটবেলায় প্রতিভা চিনে নিয়ে সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া গেলে ভবিষ্যতের বড় তারকা তৈরি হওয়া সহজ হয়। ক্রিকেট আজ শুধু খেলা নয়, এটি হয়ে উঠেছে পেশা এবং স্বপ্ন পূরণের রাস্তা। তাই এই আন্ডার-১৬ প্রজেক্টকে ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। সিএবির কর্মকর্তাদের মতে, এই শিবির শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ নয়, বরং মানসিকভাবে তরুণদের তৈরি করার ক্ষেত্রও। এখানেই তারা শিখবে দলগত খেলা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য এবং ম্যাচ পরিস্থিতি সামলানোর কৌশল। প্রতিদিনের অনুশীলন, ম্যাচ পরিস্থিতি তৈরি করে খেলা এবং অভিজ্ঞ কোচদের দিকনির্দেশনা, সব মিলিয়ে প্রতিটি নির্বাচিত ক্রিকেটারের জন্য এটি এক বড় সুযোগ।বাংলার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে এই ধরনের উদ্যোগের ওপর। নতুন প্রজন্মকে সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে খুব শিগগিরই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আরও বেশি সংখ্যক বাঙালি ক্রিকেটারের উত্থান দেখা যাবে।

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 10/S.L. No. 1 to 10/25-26. Fund : AMADER PARA AMADER SAMADHAN.** Published date: **27/08/2025.** Last date of Bid submission: **06/09/2025.** Date of opening: **08/09/2025.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 79/FCXV/PWD/T/25-26 Dated 27.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Installation of Pump. Last date of submission of tender: **13.09.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 78/FCXV/PWD/T/25-26 Dated 27.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Installation of Pump and Pumping Machinery. Last date of submission of tender: **13.09.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 13/25-26/FCXV/T Dated 27.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **13.09.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender।
E-NIT-15/2025-26,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVT. OF WEST BENGAL
Irrigation and Waterways Directorate
SN.I.T.No. WBIW/EE/MHQD/SNIT-03/2025-26
Offline-Tender is being invited by the **Executive Engineer Mayurakshi Head Quarters Division, Suri, Birbhum** from the eligible bonafied contractors for 01 (One) no, works under SDS Maintenance. Last date of Application: **02.09.2025 upto 15:00 Hrs.** & Last date of Dropping: **03.09.2025 upto 17:00 Hrs**. Other details of tender notice may be seen at website **www.wbiwd.gov.in**

Office of the Block Development Office Sagardighi :: Murshidabad.
CORRIGENDUM
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 18/EN/SB/2025-2026, (BCW)(Sl No 02 and 03) Dated:-25/08/2025. The last date of online submission of tender is 28/08/2025 upto 18:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer Sagardighi, Murshidabad

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain with cover slab beside Ichhamati River and pond of Ashit Dhar at Motiganj starting Ichhamati Bus stand upto Roy Bridge (Shitala Mandir) via. Ichhamati Sishu uddyan in Ward No. - 01 Under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/66/BM/2025-26/PWD Date: 27.08.2025
Tender ID: 2025_MAD_895554_1
1. Bid Submission Start date- **27.08.2025 at 05.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **08.09.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **12.09.2025 at 05.00 PM.** 4. Bid opening date- **15.09.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No-1388 Dt. 21/08/2025** for different Civil Work under jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2025_MAD_894897_1 to 14,** Last Date of Bid Submission **08/09/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drains, C.C.Roads in different Wards within Bongaon Municipality Under the scheme of H.F.A.Year 2019-2020, I.D. component.
Tender reference: WBMAD/NIeT/HFA/65/BM/2025-26/PWD, Date: 27.08.2025
Tender ID- 2025_MAD_895306_1, 2025_MAD_895306_2, 2025_MAD_895306_3, 2025_MAD_895306_4, 2025_MAD_895306_5, 2025_MAD_895306_6, 2025_MAD_895306_7, 2025_MAD_895306_8, 2025_MAD_895306_9, 2025_MAD_895306_10, 2025_MAD_895306_11, 2025_MAD_895306_12, 2025_MAD_895306_13.
1. Bid Submission Start date- **27.08.2025 at 05.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **08.09.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **12.09.2025 at 05.00 PM.** 4. Bid opening date- **15.09.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

TENDER NOTICE
Hamirhati Gram Panchayat, Hamirhati, Sonamukhi, Bankura
N.I.T. Nos: 12/Hami/5th SFC (Untied)/25-26 (3rd Call) is hereby published. Last date of bid submission: **10.09.2025** up to **2 PM**. **Name of work:** Construction of Gramin Haat at Patjore under HGP.
For details visit the website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan, Hamirhati G.P.

খড়গপুর ডিভিশনে বিজ্ঞাপনের চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এডিভিটি-কেজিপি-২০২৫-০৮ তারিখ ঃ ২৬.০৮.২০২৫
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ (১) মৌরীগ্রাম স্টেশন, কোলাঘাট স্টেশন, দেউলটি স্টেশন, মাদপুর স্টেশন, বালিচক স্টেশন, আমতা স্টেশন, আবাদা স্টেশন, হলদিয়া স্টেশন, কাঁথি স্টেশন, টিকিয়াপাড়া স্টেশন, গিরি ময়দান স্টেশন, শ্যামচক স্টেশন, রামরাজাতলা স্টেশন, কুলগাছিয়া স্টেশন, রাধামোহনপুর স্টেশন, হিজলী স্টেশন, চেঙ্গাইল স্টেশন এবং ভোগপুর স্টেশনে হোর্ডিং/বোর্ডের মাধ্যমে আউট অফ হোম এরিয়ায় (অর্থাৎ স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়া, প্ল্যাটফর্ম বেড়ার বহির্ভাগে, প্ল্যাটফর্মের বাইরে ইত্যাদি) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। (২) সাঁতরাগাছি স্টেশনের বুকিং অফিসের কাছে সার্কুলেটিং এরিয়ার দক্ষিণদিকে একটি ভিডিও ওয়াল/ডিজিটাল স্ক্রিনের সংস্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। (৩) দেউলটি স্টেশন, আবাদা স্টেশন, হিজলী স্টেশন, রাধামোহনপুর স্টেশন, কুলগাছিয়া স্টেশন, বেলদা স্টেশন, নলপুর স্টেশন, হাউর স্টেশন, মাদপুর স্টেশন, কোলাঘাট স্টেশন, টিকিয়াপাড়া স্টেশন, ফুলেশ্বর স্টেশন, চেঙ্গাইল স্টেশন, বীরশিবপুর স্টেশন, শ্যামচক স্টেশন, উলুবেড়িয়া স্টেশন এবং হলদিয়া স্টেশন এলাকার মধ্যে বোর্ড, গ্লোসাইন, কিয়স্ক ইত্যাদি আকারে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন (নন- ডিজিটাল)। (৪) খড়গপুর ডিভিশনে চলাচল করা দুটি ইউএমইউ রেকের সম্পূর্ণ বহির্ভাগের পাশের দেওয়ালে (জানালা ও রেলওয়ের বাধ্যতামূলক মার্কিংগুলি বাদে) ভিনাইল র‍্যাপিং-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। (৫) ট্রেন নং ১২৮৩৭/১২৮৩৮ (হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস)-এর এসি ৩ টিয়ার এবং স্লিপার কোচের ইন্টিরিয়র বে-তে আরডিএসও মাপকাঠি অনুযায়ী ভিনাইল স্টিকার সাঁটা রূপে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **অকশন তারিখ ঃ ১২.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৫.২০ মিনিট। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-কেজিপি-২৫-০৮,** এগুলি **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী সংস্থা ও ঠিকাদাররা এ-বিষয়ে অবহিত হোন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। অনুসন্ধান/জিজ্ঞাসা যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-559) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

কন্যাশ্রী কাপে খেলার স্বপ্ন আদিবাসী ইউনাইট ফুটবল অ্যাকাডেমির

ঋতিকা চক্রবর্তী

আদিবাসী শব্দটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে ফুটবল। বাংলার ফুটবলেও দাপিয়ে খেলছেন হাঁসদা, ওরাঁও, মান্ডি উপজাতির ছেলে-মেয়েরা। রবি হাঁসদা, রবিলাল মান্ডি, মদন মান্ডি, দিলীপ ওরাঁও, বাসুদেব মান্ডি- একাধিক নাম। কোচ সঞ্জয় সেনের নেতৃত্বে বাংলার সন্তোষ ট্রফিজয়ী দলেও ছিলেন একাধিক সাঁওতালি ফুটবলার। এমনই আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে শ্যামনগরে একটি অ্যাকাডেমি খুলেছেন রাজু ওরাঁও। রাজু ও তাঁর স্ত্রী ললিতা যৌথ প্রচেষ্টায় এই আদিবাসী ইউনাইট অ্যাকাডেমি শুরু করেছেন। গত ছয় বছর ধরে গ্রাম-গঞ্জ, জেলা থেকে প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েদের খুঁজে তাদের ফুটবল মাঠে নিয়ে আসছেন। রাজু ও ললিতা মনে করাচ্ছেন, প্রাক্তন কোচ রঘু নন্দী ও তাঁর স্ত্রী রত্না নন্দীকে। ময়দানে তাঁরা এনেছেন বহু প্রতিভাবান ফুটবলারকে। বর্তমানে সেই একই কাজ করছেন রাজু ও তাঁর স্ত্রী।

শ্যামনগরে চালু ছিল আদিবাসী ফুটবল অ্যাকাডেমির ছেলেদের কোচিং। ললিতার উদ্যোগেই শুরু হয়েছে মেয়েদের কোচিং ক্যাম্প। গ্রামে-গঞ্জে আদিবাসী পরিবারের মেয়েরা ফুটবল খেলে না। এই রীতি ভেঙে, পরিবারের বাধা কাটিয়ে মেয়েদের পায়ে ফুটবল তুলে দিয়েছেন রাজু-ললিতা। মেয়েদের পরিবারকে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে ফুটবল খেলার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতেন। বর্তমানে ভারতের মহিলা ফুটবল দলের সাফল্য দেখে তরুণ প্রতিভাদের মাঠে আনতে আরও উৎসাহী রাজু। তাঁর কথায়, 'প্রথম আমি ছেলেদের নিয়ে প্র্যাক্টিস শুরু করেছিলাম। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা ও পরামর্শে আমরা মেয়েদের দল তৈরি করি। পাড়ার কেউ রাজি ছিল না, অনেক মেয়ের বাবা-মাও রাজি ছিলেন না। এখানে আমার নিজের মেয়েও প্র্যাকটিস করে। ধীরে ধীরে সাফল্য আসছে। এখান থেকে অনেক মেয়েরা বাংলা এবং ভারতীয় দলে খেলছে।'

> আদিবাসী ইউনাইট ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে ঈশিকা ওরাঁও এবং সান্ত্বনা ওরাঁও দিল্লিতে সুব্রত কাপ জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছেন। তাদের প্রথম খেলা সিকিমের বিরুদ্ধে। এর আগে সান্ত্বনা গোয়ায় জাতীয় দলের ক্যাম্পে ছিলেন। এছাড়াও এই অ্যাকাডেমির মেয়ে প্রীতিকা বর্মন অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। ভুটানে ক্যাম্প চলছে জাতীয় দলের।

আদিবাসী ইউনাইট ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে ঈশিকা ওরাঁও এবং সান্ত্বনা ওরাঁও দিল্লিতে সুব্রত কাপ জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছেন। তাদের প্রথম খেলা সিকিমের বিরুদ্ধে। এর আগে সান্ত্বনা গোয়ায় জাতীয় দলের ক্যাম্পে ছিলেন। এছাড়াও এই অ্যাকাডেমির মেয়ে প্রীতিকা বর্মন অনূর্ধ্ব ১৭ মহিলা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। ভুটানে ক্যাম্প চলছে জাতীয় দলের। এছাড়াও অনেক ছেলে কলকাতা লিগের বিভিন্ন ডিভিশনে খেলছে। পাশাপাশি কন্যাশ্রী কাপের দু'টি ডিভিশনে এই অ্যাকাডেমির বেশ কয়েকজন মেয়ে খেলে।

রাজু বলেন, 'আগে মেয়েদের বাবা-মায়েদের অনেক কিছু বোঝাতে হত। এখন সাফল্য দেখে কিছুটা বুঝেছেন তাঁরাও। মেয়েরা কোনওদিন আশা করেনি, তারা এই জায়গায় খেলবে। অনেকেই এখন বুঝতে শিখেছে ফুটবল খেলেও সাফল্য পাওয়া যায়। ভারতের মহিলা দলের সাফল্য দেখে মেয়েদের অভিভাবকদের বোঝাতে বেশি সুবিধা হচ্ছে।' ললিতার কথায়, 'আমাদের শ্যামনগরে পুরোটাই ছেলেদের ক্যাম্প ও অ্যাকাডেমি। মেয়েদের ক্যাম্প চালু করার কথা প্রথম আমার মাথায় আসে। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। মেয়েদের নিয়ে কেউ ভাবেও না। প্রথমে নিজের মেয়ে ঈশিকাকে নিয়ে শুরু করি। অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বুঝিয়ে অনেক মেয়েকে মাঠে আনতে পেরেছি। এখন অনেক অভিভাবকরাই মেয়েদের সমর্থন করেন।'

আপাতত আদিবাসী ইউনাইট ফুটবল অ্যাকাডেমির যে ছেলে ও মেয়েদের দল রয়েছে, তারা বিভিন্ন পাড়া ও স্থানীয় টুর্নামেন্টে খেলে। ক্যাম্পে রয়েছে ছোটদের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক গ্রুপের ছেলে-মেয়েরাও। স্থানীয় টুর্নামেন্ট নয়, আদিবাসী ইউনাইট অ্যাকাডেমির লক্ষ্য তাদের মেয়েদের দলকে কন্যাশ্রী কাপে খেলানোর। তারা তাদের অ্যাকাডেমির মেয়েদের নিয়ে কন্যাশ্রী কাপের দলগঠনও করেছেন। কিন্তু ইচ্ছা নিজেদের অ্যাকাডেমির নামে আইএফএ ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কন্যাশ্রী কাপে অংশগ্রহণ করা। দীর্ঘ চার-পাঁচ বছর ধরে আইএফএ চিঠি দিয়ে চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয়নি। আইএফএর তরফ থেকে কোনও উত্তর আসেনি। পরবর্তী মরশুমেও কন্যাশ্রী কাপে খেলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখছে আদিবাসী ইউনাইট ফুটবল অ্যাকাডেমি।

বিট্টু দত্ত

নাম তার তন্ময় রায়। বয়স মাত্র সতেরো। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা এই কিশোর আজ জেলার ক্রীড়ামহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। না, সে কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জেতেনি। জাতীয় স্তরে অংশ নেওয়ার সুযোগও এখনও আসেনি। কিন্তু তার যে গল্প, তা অনেকের চোখে জল এনে দিতে বাধ্য।

তন্ময়ের গল্প শুরু হয় ভোরবেলা, গ্রামের কাঁচা রাস্তায়। পা-ফাটা স্যান্ডেল পরে, কখনও খালি পায়ে সে দৌড়োয় ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে। তার চোখে একটাই স্বপ্ন- একদিন দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়ে বড় মঞ্চে দৌড়বে। কিন্তু সে স্বপ্নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা, একটা 'স্পাইক জুতো', অ্যাথলিটদের জন্য তৈরি বিশেষ দৌড়ের জুতো, যা না-থাকলে ট্র্যাকে ঠিকমতো দৌড়নো প্রায় অসম্ভব।

স্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক মধুসূদন স্যারই প্রথম বুঝেছিলেন, ছেলেটার পায়ে গতি আছে। তিনি নিজে হাতে পুরনো টাইমার দিয়ে তার সময় মাপতেন, পরামর্শ দিতেন কী ভাবে দৌড়তে হবে, কখন বিশ্রাম নিতে হবে। জেলার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সাইকেলে চাপিয়ে। তন্ময় দৌড়েওছিল, খালি পায়ে। আর তাতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। এতেও অবশ্য তেমন কিছু বদলায়নি। পুরস্কার বলতে হাতে এসেছিল একটি মেডেল ও কিছু শুকনো খাবার। তার পর একদিন, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার জন্য তন্ময়ের নাম মনোনীত হয়। সুযোগটা একদিকে স্বপ্নপূরণের পথ, অন্য দিকে চরম বাস্তবের ধাক্কা।

তন্ময় ছোট থেকেই দ্রুত দৌড়তে পারত। প্রথম শ্রেণিতে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়াদিবসে সে যখন ক্লাস সিক্সের ছেলেদের হারিয়ে দেয়, তখন থেকেই তার প্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রতিভা থাকলেই যে সব কিছু পাওয়া যায়, তেমন নয়। বাবা দিনমজুর, মা গৃহবধূ। সংসারে তিনবেলার খাবার জোগাড় করাটাই যেখানে চ্যালেঞ্জ, সেখানে দৌড়ের জুতো কিনে দেওয়ার কথা ভাবা বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়।

স্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক মধুসূদন স্যারই প্রথম বুঝেছিলেন, ছেলেটার পায়ে গতি আছে। তিনি নিজে হাতে পুরনো টাইমার দিয়ে তার সময় মাপতেন, পরামর্শ দিতেন কী ভাবে দৌড়তে হবে, কখন বিশ্রাম নিতে হবে। জেলার ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সাইকেলে চাপিয়ে। তন্ময় দৌড়েওছিল, খালি পায়ে। আর তাতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। এতেও অবশ্য তেমন কিছু বদলায়নি। পুরস্কার বলতে হাতে এসেছিল একটি মেডেল ও কিছু শুকনো খাবার। তার পর একদিন, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা একটি আন্তঃজেলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার জন্য তন্ময়ের নাম মনোনীত হয়। সুযোগটা একদিকে স্বপ্নপূরণের পথ, অন্য দিকে চরম বাস্তবের ধাক্কা। কারণ, এবার আর খালি পায়ে দৌড়ে হবে না। কড়া নিয়ম, অন্তত স্ট্যান্ডার্ড স্পাইক শ্যু থাকতে হবে। একজোড়া ভালো স্পাইক শ্যু কিনতে খরচ প্রায় চার-পাঁচ হাজার টাকা। যা তন্ময়ের পরিবারের কাছে প্রায় একমাসের উপার্জনের সমান। সেই টাকা জোগাড় করার চেষ্টা চললেও শেষমেশ স্পনসর মেলেনি, স্থানীয় নেতাদের দরজায় দরজায় ঘুরেও কোনও সাহায্য আসেনি।

তখনই সামনে আসেন গ্রামেরই এক প্রাক্তন ছাত্র- অনিকেত দত্ত। বর্তমানে কলকাতার একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত অনিকেত তন্ময়ের কথা জানতে পেরে নিজেই যোগাযোগ করেন। তিনি নিজের খরচে এনে দেন একজোড়া ব্র্যান্ডেড স্পাইক জুতো, সঙ্গে একসেট ট্র্যাকসুটও। এই জুতো পাওয়ার পর তন্ময়ের দৌড় যেন একধাক্কায় বদলে যায়। সে যেন আকাশে পাখা মেলেছে। কলকাতার প্রতিযোগিতায় সে প্রথম দশে স্থান পায়, যদিও জাতীয় প্রতিযোগিতায় ওঠার সুযোগ মেলে না। কিন্তু ক্রীড়া সংস্থার চোখে পড়ে যায় সে। বর্তমানে সে একটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে সরকারি বৃত্তির মাধ্যমে। তন্ময়ের মতো প্রতিভা ভারতের বহু প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই হারিয়ে যায়, কারণ একটি 'স্পাইক জুতো' থাকে না। তন্ময়ের গল্প সেই অগণিত স্বপ্নবাজ কিশোরদের এক মুখপাত্র। যাদের চোখে রয়েছে আলো, পায়ে আছে গতি, কিন্তু পথে কাঁটা হয়ে থাকে অভাব, অবহেলা আর অব্যবস্থা। এ গল্প কেবল এক দৌড়বিদের সাফল্য নয়। এটি এক পরিবার, এক শিক্ষক, এক সমাজের সংকল্পের গল্প। যেখানে একজোড়া জুতো হয়ে ওঠে স্বপ্নের সিঁড়ি। আর তন্ময়রা প্রমাণ করে, 'দৌড়তে জানলে পথও একদিন নিজেই তৈরি হয়।'

তিনি চাইনিজ ওয়াল

গোষ্ঠ পাল

ডাঃ শামসুল হক

তিনি যখন ফুটবল খেলতেন তখন ইংরেজদের কাছে পরাধীন ছিল আমাদের দেশ। তাঁকে তো আবার বেশিরভাগ ম্যাচই খেলতে হয়েছিল ইংরেজদের বিভিন্ন টিমেরই বিরুদ্ধে। সেইসময় আবার চলছিল স্বাধীনতা যুদ্ধও। আর সেটা দেখে একসময় তাঁর ও মনে হয়েছিল তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়বেন সেই যুদ্ধেই। কিন্তু ফুটবলের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম টান একসময় তাঁকে আবার ভীষণভাবে ভাবিয়েও তুলেছিল। তাই রণাঙ্গনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। তাই সেই মুহূর্তে ফুটবলের চার দেয়ালের মাঝখানেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর পরিক্রমা।

তিনি বাংলার সর্বকালের সেরা ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। ১৮৯৬ সালের ২০ শে আগষ্ট জন্ম তাঁর ওপার বাংলার ফরিদপুর জেলার অখ্যাত গ্রাম জোভেশ্বরে। সেখানেই শুরু তাঁর প্রাথমিক পর্বের পড়াশোনার কাজ । মাত্র আট বছর বয়সেই বাবাকে হারিয়ে ভীষণ অসহায় পরিস্থিতিরই মুখোমুখি হতে হয় তাঁর পরিবারকে। একরকম অসহায় অবস্থাতেই মায়ের সঙ্গে তিনি চলে আসেন কলকাতা শহরে। তারপর কুমারটুলি অঞ্চলে শুরু হয় মা এবং ছেলের নতুন জীবনও।

কলকাতায় এসেই প্রচণ্ড দারিদ্রের ও মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁদের। সেই অবস্থার মধ্যেই তাঁর মা তাঁকে ভর্তি করেন কুমারটুলি সারদা চরণ ইনিস্টিটিউটশনে। লেখাপড়ায় কিন্তু মন বসেনা তাঁর। মন সবসময়ই ছুটে চলত খেলার মাঠের দিকে। সহপাঠী সরোজ রায় সেটা বুঝতেও পারেন এবং কাছাকাছি ফুটবল ক্লাবে খেলার ব্যবস্থাও করে দেন।

সেখানে খেলতে খেলতেই তাঁর পায়ের যাদুতে মোহিত হয়ে পড়েন সেই সময়ের মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় রাজেন সেন। ১৯১৩ সালে তিনি যোগ দেন মোহনবাগানে। তারপর রাইট ব্যাক হিসেবে খেলতে নামেন ডালহৌসি ক্লাবের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই খেলায় তেমন একটা সুবিধা করতে না পারলেও পরের ম্যাচ ব্ল্যাক ওয়ারের বিরুদ্ধে দর্শকদের কাছে নিজের রূপ প্রকাশের সুযোগটা পেয়ে যান তিনি।

তখন থেকে নিজের পায়ের তলায় শক্ত মাটিও খুঁজে পান ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতেও হয়নি তাঁকে। মোহনবাগান ক্লাবের কঠিন বন্ধনেই শেষপর্যন্ত বাঁধা পড়েছিলেন তিনি এবং তখন থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত দল বদল না করেই টানা তেইশটা বছর মোহনবাগান দুর্গকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টাও করেছিলেন।

রক্ষণভাগে ফুটবলার গোষ্ঠ পাল খেলতেন বিশাল অঞ্চল জুড়ে। ক্ষিপ্ত সিংহের মতোই ছিল তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। ছিল উড়ন্ত বাজপাখির মত জ্বলন্ত দুটো চোখও। তাই বিপক্ষের আক্রমণের ধারাটাও চিহ্নিত করা সম্ভব হতো তাঁর পক্ষে। আর সবচেয়ে বড় যে গুণের অধিকারী তিনি ছিলেন সেটা হল, একজন স্বচ্ছ ফুটবলার হিসেবে বিশেষ সুনাম ছিল তাঁর। ছিল না মারকুটে স্বভাবও। বিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে কখনও কোন অবস্থায় অসম্মানও করেননি।

নিজস্ব ফুটবল জীবনে তিনি পেয়েছেন অনেক খেতাব এবং অসংখ্য পুরস্কারও। চাইনিজ ওয়াল, মানুষের কাছে পাওয়া এই সম্মানই সদা আপ্লুত ও রাখত তাঁকে। দেশ বিদেশের সর্বত্রই ছিল তাঁর বিশাল কদরও। বিলেতের বিখ্যাত সংবাদপত্র রেড রোজ পর্যন্ত তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। তাছাড়াও আরও অনেক কাগজের দৌলতেই সমগ্র বিশ্বে বেশ মজবুত ছিল চাইনিজ ওয়ালের ভিতও ।

কিন্তু তা হলে কি হবে, মহান এই ফুটবলারের ক্রীড়া জীবনের অন্তিম পর্বটা মোটেও সুখকর হয়ে ওঠেনি। ১৯৩৫ সাল, ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার কথাই তখন ভাবছিলেন তিনি। কিন্তু কর্মকর্তাদের অনুরোধে তখনও মাঠে নামতে হচ্ছিল তাঁকে। তেমনই একটা খেলা চলছিল ক্যালকাটা ক্লাবের। কালো বনাম সাদা দলের লড়াই। সেই খেলায় রেফারির পক্ষপাত মূলক আচরণও ছিল চোখে পড়ার মতোই। গোষ্ঠ পাল তখন দেখছিলেন সবই, কিন্তু প্রথমের দিকে চুপচাপই ছিলেন। কিন্তু একসময় সেটা সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে আর চুপচাপ থাকা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। ফলে সকলকে নিয়ে মাঠে বসে পড়েন তিনি।

ইংরেজ শিবিরও চাইছিল সেটাই। কিন্তু সকলকে ছেড়ে কেবলমাত্র গোষ্ঠপালের বিরুদ্ধেই নিন্দামূলক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করে তাঁর কঠিন শাস্তির দাবিও করা হয়।

বিপক্ষ শিবিরকে অবশ্য সেই সুযোগ দেননি গোষ্ঠবাবু। খেলা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই অবসর নেন তিনি। তখন বাংলার অগনিত ফুটবলপ্রেমী তাঁকে হাজার অনুরোধ করলেও তিনি কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করেননি। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরও খেলার জগতের সঙ্গ ছাড়েননি। ক্যালকাটা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। কিছুদিন পর আবার হয়েছিলেন বেঙ্গল হকি আম্পায়ারস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকও । পরে সেই সংগঠনের সভাপতিও নির্বাচিত হন।

অভিনয় জগতেও পা রাখেন তিনি। ১৯৩২ সালে একটা নির্বাক ছায়াছবিতে গৌরীশঙ্কর ছবিতে একটা বিপ্লবীর চরিত্রে সুঅভিনয় করে দর্শক হৃদয় জয় করাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

১৯৬২ সালে তিনি পান ভারত সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান পদ্মশ্রী পুরস্কার। আর ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর দখলে আসে সেই পুরস্কারও। সেই বছরই মোহনবাগান ক্লাব ও বেশ ঘটা করে তাঁকে বিশেষ সম্বর্ধনাও জানায়। ১৯৭৬ সালের ৮ই এপ্রিল ফুটবল জগতের মহাসম্রাট গোষ্ঠ পাল চিরবিদায় নেন এই পৃথিবী থেকে। আর. জি . কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে থেমে যায় তাঁর হৃদস্পন্দন।

বাংলার হৃত গৌরব ফেরাতে হকির নতুন ঠিকানা সল্টলেক

পুরো স্টেডিয়ামটি তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের নির্দেশিকা মেনে। অত্যাধুনিক ব্লু-টার্ফ, ৫০০০ আসনবিশিষ্ট গ্যালারি, ফ্লাডলাইট ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক ড্রেসিং রুম, মিডিয়া বক্স- সব মিলিয়ে এককথায় রাজ্যের হকি খেলোয়াড় ও সমর্থকদের স্বপ্নপূরণের মঞ্চ তৈরি। এই স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য হল রাজ্যে হকির হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ক্রীড়ামঞ্চে যোগ হয়েছে আরও একটি গৌরবময় অধ্যায়। সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে রাজ্যের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের হকি স্টেডিয়াম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও হকি ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে তৈরি হওয়া এই অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোয় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। স্টেডিয়ামটির নির্মাণ শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালের মাঝামাঝি। প্রায় এক বছরের মধ্যে শেষ হয়েছে যাবতীয় কাজ।

পুরো স্টেডিয়ামটি তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের নির্দেশিকা মেনে। অত্যাধুনিক ব্লু-টার্ফ, ৫০০০ আসনবিশিষ্ট গ্যালারি, ফ্লাডলাইট ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক ড্রেসিং রুম, মিডিয়া বক্স- সব মিলিয়ে এককথায় রাজ্যের হকি খেলোয়াড় ও সমর্থকদের স্বপ্নপূরণের মঞ্চ তৈরি। এই স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য হল রাজ্যে হকির হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা। পূর্ব ভারতের অনেক প্রতিভাবান হকি খেলোয়াড় উঠে এলেও, পরিকাঠামোর অভাবে তারা জাতীয় স্তরে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। নতুন এই স্টেডিয়াম সেই অভাব ঘোচাতে পারে বলেই আশা ক্রীড়াজগতের। বিশেষ করে স্কুল ও কলেজস্তরের খেলোয়াড়দের জন্য এটি একটি বড় প্ল্যাটফর্ম হতে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হকি সংস্থার সভাপতি সুজিত বসু জানিয়েছেন, 'আমরা চাই কলকাতা আবার হকির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠুক। স্টেডিয়াম উদ্বোধনের পর নিয়মিত ভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে প্রতিভা খোঁজার কাজও চলবে।' সল্টলেক হকি স্টেডিয়াম শুধু খেলার মঞ্চ নয়, এটি হতে চলেছে বহু স্বপ্নের আঁতুড়ঘর। বহু তরুণ খেলোয়াড়ের হাতে হকি স্টিক তুলে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে এই স্টেডিয়াম। যেখানে একদিকে তৈরি হবে ভবিষ্যতের অলিম্পিয়ান, অন্য দিকে শহরের মানুষও উপভোগ করতে পারবেন আন্তর্জাতিক মানের হকি ম্যাচের রোমাঞ্চ। প্রশিক্ষকদের জন্য থাকবে আলাদা প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও স্পোর্টস সায়েন্স ল্যাবরেটরি। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে এখান থেকে বিভিন্ন জেলাতেও অনুরূপ পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। কলকাতা ছাড়াও উত্তরবঙ্গ, বীরভূম ও পূর্ব মেদিনীপুরকে ফোকাস করা হচ্ছে। এই স্টেডিয়াম যে শুধু একটি খেলার মাঠ নয়, বরং বাংলার ক্রীড়াচর্চায় একটি ঐতিহাসিক সংযোজন, তা বলাই যায়। এখন শুধু অপেক্ষা সেই বহু প্রতীক্ষিত উদ্বোধনের, যেদিন এই মাটিতে গর্জে উঠবে গোলের উল্লাস।